www.YaNabi.in

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তক সমূহ

১। খাতিমুল মোহাক্কীকিন
২। হজরত আমীরে মোয়াবিয়া
৩। জানে ঈমান
৪। তামহীদে ঈমান
৫। ঈদ মিলাদুন্নাবী
৬। সাওতুল হক্ব
৭। তবলীগী জামায়াত মুখোশের অন্তরালে
৮। ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ব্রিটীশ গোয়েন্দা হামফ্রের ডায়রী
৯। সিহাহে সিত্তা ও আক্বায়িদে আহলে সুন্নাত (১ম ও২য় খন্ড)
১০। ইসলামী বুনিয়াদ পরিচিতী
১১। জাগ্রত অবস্থায় জিয়ারতে মুস্তাফা
১২। সাহাবাএ কেরাম ও আক্বায়িদে আহলে সুন্নাত
১৩। বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ ও দুই হাতে মুসাফাহ্
১৪। প্রশ্নোত্তরে আক্বায়েদ ও মাসায়েল শিক্ষা
১৫। ইসালে সওয়াবের অকাট্ট প্রমান
১৬। হুসামুল হারামাঈন
১৭। তাজীমে নবী
১৮। ইলমুল কুরআন
১৯। শামে শবিসতানে রেজা
২০। আদ্দৌলাতুল মাক্কিয়া
২১। নিদানকালের আশির্বাদ
২২। দোয়া কীভাবে কবুল হয়
২৩। সুন্নী তোহফা বা নামাজে মুস্তাফা
২৪। শির্ক ও বিদয়াতের বিনাশক আলা হাজরত
২৫। রুজিবৃদ্ধির আমল
২৬। তিন তালাকের শারয়ী বিধান
২৭। জ্ঞান ভান্ডার নবী মুস্তাফা সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
২৮। হানাফী মাযহাব সিহা সিত্তার আলোকে।

পরিবেশনায় ঃ
মুসলিম বুক ডিপো
কালিয়াচক্, সোনালী মার্কেট
পাঁচতলা মসজিদ সংলগ্ন, মালদা
Mob. : 9733288906 , 9647818987

চিস্তীয়া লাইব্রেরী
গ্রাম - নামুনদাইপুর,, পোঃ লস্করপুর
থানা- লালগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ
মোবাইল ঃ 9735682869, 8250765401

Rs. 60

বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ ও দুই হাতে মুসাফাহ্

অকাট্য দলীল সম্বলিত

বিশ রাকায়াত তারাবীহ্
ও
দুই হাতে মুসাফাহ্

লেখক ঃ
মুফতী আমজাদ হুসাইন সিমনানী আশরাফী

প্রকাশনায় ঃ
রেজবী অ্যাকাডেমী
রেজবী নগর, খাঁপুর, দঃ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ
Mob : 9734373658, 9143078543,9153630121
Email : razvi92in@gmail.com

www.YaNabi.in

بسم الله الرحمن الرحيم

অকাট্য দলীল সম্বলিত

বিশ রাকায়াত তারাবীহ্
ও
দুই হাতে মুসাফাহ্

-: লেখক :-

মুফতী আমজাদ হুসাইন সিমনানী আশরাফী

-: শিক্ষক :-

মিসবাহুল উলুম আরবী ইউনিভার্সীটি কদমতলী,মালদা

সম্পাদনা

হাকীম মাওলানা আনোয়ার হোসাইন রেজবী

প্রকাশনায়

রেজবী একাডেমী

রেজবী নগর, খাঁপুর, দঃ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ

হেল্প লাইন - 9734373658 / 9143078543 / 9153630121

E-mail :- razvi92in@gmail.com

www.YaNabi.in

পুস্তকের নাম :- বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ ও দুই হাতে মুসাফাহ্
Bish rakat tarabeeh o dui hathe musafah

লেখক :-মুফতী আমজাদ হুসাইন সিমনানী আশরাফী

গ্রাম- বারইডাঙ্গা, পোঃ- কালিকামোড়া, থানা- কুশমুন্ডি, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিম বাংলা, ভারত।

E-mail :- amjadsimnani@gmail.com

সম্পাদনা :- হাকীম মাওলানা আনোয়ার হোসাইন রেজবী

প্রকাশ কাল :- ৩০ ডিসেম্বর ২০১৭ ফাতেহায়ে ইয়াজদাহাম

প্রকাশ সংখ্যা :- ২১০০

হাদীয়া :- ৬০

প্রুফ নিরক্ষনে :-

* আল্লামা মুফতী **সাঈদুর রাহমান** মিসবাহী রেজবী সাহেব রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহ্

* আল্লামা মুফতী **রাইসুদ্দীন মিসবাহী** আসবী সাহেব প্রধান শিক্ষক : মিসবাহুল উলুম আরবী ইউনিভার্সিটি, মালদা

* মাষ্টার জানাব **মোকবুল হুসাইন** সাহেব বারইডাঙ্গা, কুশমুন্ডি, দঃ দিনাজপুর

***কম্পোজ & সেটিং* :- খাইরুল হাসান আসরাফ**

রেজবী আশরাফী কালিমী হাবেলী, জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ

9775195662 / 7001258669

E-mail :- khairulhasanasraf@gmail.com

বিশেষ সতর্কীকরণ

এই পুস্তকের কপিরাইট "রেজা মেমোরিয়াল ট্রাস্ট" -এর জন্য সর্ব সত্ব সংরক্ষিত ইহার নকল ছাপানো আইনত দণ্ডোণীয় অপরাধ

পরিবেশনায়

মুফতী বুক হাউস
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
9733630941

চিস্তীয়া লাঈব্রেরী
লালগোলা, মুর্শিদাবাদ
8250765401/ 9735682869

উৎসর্গ

আমি আমার এই পুস্তকটি ‘ইমামে আযাম ইমামুল আয়েম্মা ফিল হাদিস ওয়াল ফিক্বহ’ হাযরাত আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ও আলা হাযরাত ইমামে ইশ্ক ও মহাব্বাত ইমাম আহমাদ রেজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নামে উৎসর্গ করলাম।

মোহাম্মাদ আমজাদ হোসাইন
সিমনানী আশরাফী
৩০ ডিসেম্বর ২০১৭

বিঃ দ্রঃ - এই পুস্তকটি নির্ভুল রাখার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি, তবুও যদি ভুল ত্রুটি থাকে, পাঠকদের কাছে অনুরোধ আপনারা পত্র মারফত তাহা জানাবেন। তাহলে আগামি সংস্করণে সংশোধন করে নিব ইনশাআলাহ্। এবং এই পুস্তকের সম্বন্ধে আপনাদের অভিমত সাদরে গ্রহণীয়।

বিনিত নিবেদন প্রকাশক
হাকীম মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
৩০ ডিসেম্বর ২০১৭

www.YaNabi.in

অভিমত

মুনাজিরে আযামে বাঙ্গাল ও আসাম, খালিফায়ে হুজুর রাইহানে মিল্লাত হাজরাতুল আল্লাম মুফতী নইমুদ্দিন রেজবী মানজারী সাহেব কিবলা,

۷۸۶/۹۲

نحمدهٗ ونصلى على حبيبه الكريم

আল্লাহ তা’আলার হাজার হাজার শুকরীয়া রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেগাহে করামে জনাব মুফতী আমজাদ হুসাইন সিমনানী সাহেব একটি গুরুত্বপুর্ণ পুস্তক রচনা করেছেন, বর্তমানে ওহাবীরা যে সমস্ত হাদীস দ্বারা আট রাকাত তারাবীহের দলীল দেয়; তাহা নিছক মিথ্যা। সহীহ্ হাদীসে আট রাকায়াত তারাবীহের কোন প্রমান নাই।

তারাবীহ্ কুড়ি রাকায়াত; তাহা বিখ্যাত বিখ্যাত দলীল ও অকাট্য প্রমান দ্বারা হজরাত মুফতী আমজাদ হুসাইন সিমনানী সাহেব প্রমান করেছেন, কিতাবটি পড়লে বুঝতে পারবেন। ইমাম আজাম আবু হানিফা রাদিআল্লাহু আনহু সহীহ্ হাদীস দ্বারা ২০ রাকায়াত প্রমান করেছেন।

আল্লাহ তা’আলা হুজুর আলাইহিস সালামের অসিলায় তিনাকে আজরে আজিম প্রদান করুন। আমি মুফতী নইমুদ্দিন রেজবী মানজারী তার জন্য দোআ করি তাহার কিতাব যেন জনগনের মধ্যে বহুল প্রচার হয় এবং ইসলামের খাসকরে হানাফী মাযহাবের বহু উপকার হয়।

মুফতী মোঃ নইমুদ্দিন রেজবী মানজারী
M.M কলকাতা, M.F বেরেলী শরীফ
ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ
প্রাক্তন শিক্ষক : পমাইপুর সিনিয়ার মাদ্রাসা
০৭/১০/২০১৭

অভিমত

ফাখরে বাঙ্গাল, মোহাদ্দিসে বাঙ্গাল, হজরাতুল আল্লাম আল্লামা মুফতী নূরুল আরেফিন রেজবী আজহারী সাহেব মাদ্দাযিল্লাহুল আলিয়া, প্রতিষ্ঠাতা জামিয়া গওসীয়া রেজবীয়া রহমত বেহেশতীয়া কাপসিট, বর্দ্ধমান

৭৪৬/৯২

نحمدهٗ و نصلی علی حبیبه الکریم

পশ্চিম বঙ্গের প্রতিভাবান বক্তা ও লেখকদের মধ্যে মুফতী আমজাদ হুসাইন সিমনানী আশরাফী সাহেব খুব অল্প সময়ের মধ্যে স্থান দখল করে নিয়েছেন। তাঁর ক্ষুরধার লেখনী যে এক ব্যাপক প্রভাব ফেলবে, তা তাঁর সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের সাক্ষাতেই বুঝে ছিলাম। তাঁর এই পুস্তক,**অকাট্য দলীল সম্বলিত বিশ রাকায়াত তারাবীহ ও দুই হাতে মুসাফাহ** পাঠকদের মধ্যে সঠিক দিশারির ন্যয় প্রভাব বিস্তার করবে বলে আশা রাখি। তৎসহ দোয়া করি, মহান রব্বুল আলামিন তাঁর প্রিয় হাবিবের সদকায় যেন আমজাদ সাহেবকে আরও বেশি বেশি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের খেদমত করার তৌফিক দান করেন। { আমীন বেজাহে সাইয়েদিল মুরসালীন}

খাকসার নুরুল আরেফিন রেজবী

صفر - ١٤٣٩

অভিমত

শাহজাদায়ে মুফতী আবুল কাসিম হাজরাত আল্লামা মুফতী শামসুদ্দীন মিসবাহী কালিমী সাহেব,

نحمدهٗ و نصلی علی حبیبه الکریم

পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতনামা মুনাজির ও শিক্ষক মুফতী আমজাদ হুসাইন সিমনানী আশরাফীর পুস্তক,

অকাট্য দলীল সম্বলিত

বিশ রাকায়াত তারাবীহ ও দুই হাতে মুসাফাহ

পুস্তকটি পড়ে খুব আনন্দিত হইলাম উক্ত পুস্তক হানাফী মাযহাব মান্য কারীদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

তৎসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা উনাকে দ্বীনী খিদমাত করার তৌফিক দান করেন, আমিন বেজাহে সায়্যেদুল আলামীন

আল্লামা মুফতী মোঃ শামসুদ্দিন মিসবাহী
শিক্ষক : জামেয়া রাজ্জাকিয়া কালীমিয়া
আরবী ইউনিভারনিটি
শাইদাপুর, সন্মতি নগর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ
জেলা- মুর্শিদাবাদ {পঃ বঃ}
পিন- ৭৪২২১৩

-: সূচিপত্র :-

	পৃষ্ঠা নং
১. তারাবীহ্-এর ফাযিলত ।.....	8
২. নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ পড়েছেন ও সাহাবাদের পড়িয়েছেন ।.....	11
৩. হাযরাত উমার রাদীআল্লাহু আনহু পুনরায় ২০ রাকায়াত এর সহিত তারাবীহ্-এর জামাত চালু করেন ।.....	16
৪. হাযরাত উসমান, হাযরাত আলী রাদীআল্লাহু আনহুমা ও তাবেয়ীনে কেরাম-এর যুগেও বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ প্রচলন ছিল ।.....	23
৫. সিহাহে সিত্তা ও সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত হল তারাবীহ্ বিশ রাকায়াত ।.....	30
৬. চার ইমামের নিকট তারাবীহের নামাজ বিশ রাকায়াত ।....	36
৭. বিশ রাকায়াত তারাবীহ্-এর অন্তর্নিহীত রহস্য ।.....	40
৮. তারাবীহ্ প্রসঙ্গে গায়ের মুকাল্লিদের দলিল সমূহ-এর সঠিক ব্যাখ্যা ।.....	42
৯. আমরা কার অনুসরন করবো ?.....	47
১০. সালাম ও মুসাফার ফাযিলত ।.....	53
১১. সুন্নাত পদ্ধতি হল দুই হাতে মুসাফাহ্ ।.....	56
১২. তাবেয়ীন ও তাবয়ে তাবেয়ীগনের সুন্নাত পদ্ধতি হল দুই হাতে মুসাফাহ্ ।.....	60
১৩. এক হাতে মুসাফায় উল্লেখিত দলীল সমূহের সঠিক ব্যাখ্যা ।.....	64

بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحيم

نحمدهٗ تبارک وتعالی ونصلی و نسلم علی رسوله الکریم صلی الله علیه و سلم

তারাবীহ্-এর ফাযিলত

عن ابی هريرة رضی اللّٰه عنه ان رسول اللّٰه ﷺ قال من قام رمضان ايمانا و احتسابًا غفرله ماتقدم من ذنبه ﴿ رواه البخاری و اللفظ له والمسلم والنسائ واحمد بن حنبل وابن خزيمة و الدارمی ﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত আবু হুরইরা রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। নিশ্চয়ই নাবী পাক আলাহিস সালাত ওয়াস সালাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রমজান মাসে ঈমানের সহিত ও সওয়াবের আশায় ক্বিয়াম অর্থাৎ তারাবীহ্ পাঠ করে তার পুর্বের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেওয়া হয়।
(বোখারী শরীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং 269,, মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং 259,, মিশকাত শরীফ পৃষ্ঠা নং 114,, নেসাঈ শরীফ হাদীস নং 1602,, মুসনাদ আহমাদ হাদীস নং 9277,, সহীহ ইবনে খোযাইমা হাদীস নং 2203,,)

عن ابی هريرة قال قال رسول اللّٰه ﷺ من صام رمضان ايمانا و احتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه و من قام رمضان ايمانا و احتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه و من قام ليلة القدر ايمانا و احتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه ﴿رواه البخاری و المسلم و الترمذی و ابو داؤد و النسائ و ابن ماجه ﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত আবু হুরইরা রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী পাক আলাহিস সালাম ইরশাদ করেন, যে ব্যাক্তি ঈমানের সহিত ও নেকির উদ্দেশ্যে রমজান মাসের রোজা রাখে তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত নেকির উদ্দেশ্যে তারাবীহ্ নামাজ আদায় করে তার পূর্বের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেওয়া হয়। এবং যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত ও নেকির উদ্দেশ্যে লাইলাতুল ক্বাদ্‌রে ইবাদাত করে তার পূর্বের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেওয়া হয়।
(বোখারী শরীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং 255, 269,, মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং 259,, তিরমিযী শরীফ হাদীস নং 404,, আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং 1371,, ইবনে মাজা হাদীস নং 1641,, নেসাঈ শরীফ হাদীস নং 238,,)

عن عبدالرحمن بن عوف عن رسول اللّٰه ﷺ انه ذكر رَمضَانَ فَفَضّله' علی الشهور و قال من قام رمضان ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبه كيوم و لدته امه ﴿رواه النسائ﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত আব্দুর রাহমান বিন আউফ রাদীআল্লাহু কর্তৃক বর্নিত। নাবী কারীম আলাহিস স্বালাত ওয়াস সালাম রমজান শরীফ প্রসঙ্গে আলোচনা করলেন, অতপর তিনি রমজান মাসকে সমস্ত মাসের উপর ফজিলত দান করলেন। এবং ইরশাদ করলেন, যে ব্যাক্তি ঈমানের সহিত নেকির উদ্দেশ্যে রমজান মাসে তারাবীহ্ আদায় করল, সে গুনাহ্ হতে সেই দিনের ন্যায় পরিত্রান পায় যেদিন তার মাঁ তাকে জন্ম দিয়েছে।
(নেসাঈ শরীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং 238,, সুনানে কুব্‌রা লিন নেসাঈ হাদীস নং 2529,,)

عن ابی سلمة بن عبدالرحمن عن ابيه قال قال رسول اللّٰه ﷺ ان اللّٰه تبارک و تعالٰی فرض صيام رمضان عليكم و سنت لكم قيامه فمن صامه و قامه ايمانا و احتسابا خرج من ذنوبه كيوم و لدته امه

﴿رواه النسائ و ابن ماجه و اللفظ للنسائ﴾

অর্থাৎ :-হাযরাত আবু সালমা রাদীআল্লাহু আনহু নিজ পিতা হতে বর্ণনা করেন, নাবী পাক আলাহিস স্বালাত ওয়াস সালাম ইরশাদ করেন, নিশ্চই আল্লাহ্ তাবারক ওয়া তা'আলা তোমাদের প্রতি রমজান মাসের রোজাকে ফরজ করেছেন এবং আমি তোমাদের জন্য তার কিয়ামকে (তারাবীহ্‌কে) সুন্নাত বানিয়েছি। সুতরাং যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত নেকির আশায় এই মাসে রোজা রেখে তারাবীহ্ আদায় করবে সে গুনাহ্ হতে সেই দিনের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে যাবে যেদিন তার মাঁ তাকে জন্ম   দিয়েছে।
(নেসাঈ শরীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং 239,, ইবনে মাজা শরীফ পৃষ্ঠা নং 94,, সুনানুল কুব্‌রা লিন নেসাঈ হাদীস নং 2531,,)

عن ابی هريرة رضی اللّٰه عنه قال كان رسول اللّٰه ﷺ يُرَغّبُ فی قيام رمضان من غير ان يَأْمُرَ بعزيمة فيقول من قام رمضان ايماناً و احتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفی رسول اللّٰه ﷺ و الامر علی ذلک ثم كان الامر علی ذلک فی خلافة ابی بكر و صدر امن خلافة عمر علی ذلک ﴿رواه المسلم و للفظ له و مالک و احمد بن حنبل و ابن خزيمة و النسائ و الترمزی﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত আবু হুরইরা রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্নিত। তিনি বলেন, নাবী কারীম আলাহিস স্বালাত ওয়াস সালাম রমজান মাসে তারাবীহের উৎসাহ দিতেন কিন্তু কঠর ভাবে হুকুম দিতেন না। তিনি ইরশাদ করতেন, যে ব্যাক্তি রমজান মাসে ঈমানের সহিত ও নেকির আশায় তারাবীহ্ আদায় করবে তার পূর্বের গুনাহ্-খাতা মার্জনা করে দেওয়া হবে। নাবী পাক আলাহিস সালাম-এর ইন্তেকালের পর হাযরাত আবু বাক্‌র সিদ্দিক এবং হাযরাত উমার ফারুক রাদীআল্লাহু আনহুমার খেলাফত শুরু হওয়া

পর্যন্ত তারাবীহের ব্যাপারটা এই ভাবেই ছিল।
(সুনানে কুব্‌রা লিন নেসাঈ হাদীস নং 2513,, মুসলিম শরীফ হাদীস নং 1816, তারগীব ফি কিয়ামে রামজান ওয়া হুয়া তারাবীহ্ অধ্যায়,, তিরমিযী শরীফ হাদীস নং 813, তারগীব ফি কিয়ামে রামজান অধ্যায়,, নেসাঈ শরীফ হাদীস নং 2210, সাওয়াব মান কামা রামজান অধ্যায়,, রেয়াজুস সালেহীন হাদীস নং 1188, ইস্তেহবাব কিয়ামে রামজান অধ্যায়,,)

নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ পড়েছেন ও সাহাবাদেরকে পড়িয়েছেন

নাবী পাক আলাহিস স্বালাত ওয়াস সালাম নিজের জাহিরী জীবনে সাহাবাদের তিন বা চার দিন জামাআত সহকারে তারাবীহের নামাজ পড়িয়েছেন।তার পর জামাতের সহিত তারাবীহ্ আদায় করা ছেড়ে দিয়েছিলেন। যাহাতে উম্মতের প্রতি তারাবীহের নামাজ ফরজ না হয়ে যায়। কিন্তু তিনি যত দিন তারাবীহের নামাজ জামাত সহকারে পড়িয়েছেন বা একাকি পড়েছেন বিশ রাকাতই আদায় করেছেন আট রাকাত না। যার দলীল সমূহ নিম্নে প্রদত্ত হল।

عن عائشة ام المؤمنين رضى اللّه عنها ان رسول اللّه ﷺ صلى ذات ليلةٍ فى المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة او الرابعة فلم يخرج اليهم رسول اللّه ﷺ فلما اصبح قال قد رأيت الذى صنعتم و لم يمنعنى من الخروج اليكم

الا انى خشيت ان تفرض عليكم وذلک فى رمضان ﴿ رواه البخارى واللفظ له و المسلم وابوداؤد و النسای ﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত আয়েশা সিদ্দিকা রাদীআল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্নিত। নিশ্চয়ই নাবীয়ে আকরাম আলাইহিস স্বালাত ওয়াস সালাম একদা রাতে মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করলেন এবং কিছু সাহাবিও তাঁর সহিত নামাজ আদায় করলেন। দ্বিতীয় রাতে নাবী পাক আলাইহিস সালাম অনুরূপ নামাজ আদায় করলেন অতএব সাহাবীগনের সংখ্যা তিনার সহিত বৃদ্ধি পেল। আবার তৃতীয় অথবা চতুর্থ রাতে সেই নামাজের জন্য সাহাবাগন একত্রিত হলেন। কিন্তু নাবী পাক আলাইহিস সালাম বের হলেন না। অতঃপর সকাল হলে তিনি সাহাবাগনকে ইরশাদ করলেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কর্মকে (একত্রিত হওয়াকে) লক্ষ করেছি। এবং আমার তোমাদের কাছে না আসার একমাত্র কারণ হল, আমার সন্দেহ হয়েছিল (এভাবে জামাতের সহিত তারাবীহ্ পড়তে থাকলে) তোমাদের প্রতি তা ফরজ হয়ে যাবে। (যা পরক্ষনে তোমাদের জন্য কষ্টকর হয়ে যাবে) বর্ণনা কারী বলেন উক্ত ঘটনাটি রমজান মাসে প্রকাশ পায়।
(বোখারী শরীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং 153,হাদীস নং 1129,, তাহ্‌রীদিন নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলা স্বোলাতিল লাইল অধ্যায়,, মুসলিম শরীফ হাদীস নং 1819, তারগীব ফি কিয়ামে রামজান অধ্যায়,, আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং 1373, ফি কিয়ামে শাহ্‌রে রামজান অধ্যায়,, নিসাঈ শরীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং 182,,)

عن عروةان عائشة اخبرته ان رسول اللّه ﷺ خرج ليلة من جَوْفِ الليل فصلى فى المسجد و صلى رجال بصلا ته فاصبح الناس فتحدثوا فاجتمع اكثر منهم فصلى فصلوا معه فاصبح الناس فتحدثوا فكثر اهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول اللّه ﷺ فصلى فصلوا بصلا

فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن اهله حتى خرج لصلوة الصبح فلما قضى الفجر اقبل على الناس فتشهد ثم قال اما بعد فانه لم يخف علىّ مكانكم و لكنى خشيت ان تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتوفى رسول اللّه ﷺ و الامر على ذلك ﴿رواه البخارى و اللفظ له و المسلم﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত উরওয়া রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্নিত। নিশ্চয়ই হাযরাত আয়েশা রাদীআল্লাহু আনহা সংবাদ প্রদান করেছেন যে, নাবী পাক আলাহিস সালাত ওয়াস সালাম একদা গভীর রাতে মসজীদে গিয়ে (তারাবীহ্) নামাজ আদায় করলেন। এবং তার সঙ্গে কিছু সাহাবাগনও নামাজ আদায় করলেন। অতঃপর সকাল হলে সাহাবাগন (রাতের নামাজ প্রসঙ্গে) আলোচনা করেন। ফলে দ্বিতীয় রাতে সাহাবাগনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এবং তিনি সাহাবাগনকে নিয়ে নামাজ আদায় করেন। অতঃপর সকাল হলে সাহাবাগন (আবারও) সেই নামাজ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ফলে মসজিদে তৃতীয় রাতে নামাজীর সংখ্যা আরও বেড়ে যায়। অতএব নাবী পাক আলাহিস সালাম (বাড়ি থেকে) বেরিয়ে নামাজ পড়লে সাহাবাগনও তিনার সহিত নামাজ আদায় করেন। অতঃপর যখন চতুর্থ রাতের আগমন হয় মসজিদে বিগত তিন রাত অপেক্ষা নামাজীর সংখ্যা বেশি হয়ে যায়। (কিন্তু নাবী পাক আলাহিস সালাম সেই রাতে নামাজের জন্য বের হলেন না বরং তিনি) ফজরের নামাজের জন্য বের হলেন। অতঃপর ফজরের নামাজের শেষে সাহাবিগনের দিকে চেহারা মোবারক করে খুৎবা পাঠ করে ইরশাদ করেন, তোমাদের (রাতের) ব্যাপারটা আমার কাছে গোপনীয় ছিল না। কিন্তু আমার ভয় হয়ে ছিল (যদি এমন ভাবে জামাতের সহিত তারাবীহ্ আদায় করতে থাকি তাহলে) তা তোমাদের প্রতি ফরজ হয়ে যাবে যা পালন করতে তোমরা শক্ষম হবে না। অতঃপর নাবী পাক আলাহিস সালাম ইন্তেকাল করেন ও তারাবীহ্ ব্যাপারটা এই

ভাবেই থেকে যায়।
(বোখারী শরীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং 279, হাদীস নং 2012, ফাজলো মান কামা রামজান অধ্যায়,, কিতাবো স্বালাতিত তারাবীহ্,, মুসলিম শরীফ হাদীস নং 1820, তারগীব ফি কিয়ামে রামজান ওয়া হুয়া তারাবীহ্ অধ্যায়,,)

* উপরোক্ত হাদীসদ্বয়-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রমানিত হয় যে, নাবী পাক আলাইহিস স্বালাত ওয়াস সালাম নিজেই সাহাবাদের দুই অথবা তিন দিন জামাতের সহিত তারাবীহ্-এর নামাজ পড়িয়েছেন। এবং উপরোক্ত হাদীসদ্বয় দ্বারা যদিও তারাবীহ্ রাকাত সুস্পষ্ট নয়। কিন্তু বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার হাযরাত হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহ্ উল্লেখিত প্রথম হাদীসের ব্যাখ্যায় ইরশাদ করেন,

انه ﷺ صلى بالناس عشرين ركعة ليلتين فلما كان فى الليلة الثالثة اجتمع الناس فلم يخرج اليهم ثم قال من الغد خشيت ان تفرض عليكم فلا تطيقوها ﴿تلخيص الخبير جلد دوم ص ـ ٢١﴾

অর্থাৎ :- নিশ্চয়ই, নাবী পাক আলাইহিস স্বালাত ওয়াস সালাম উভয় রাতেই বিশ রাকাত তারাবীহ্ পরিয়েছেন। অতঃপর যখন তৃতীয় রাত্রির আগোমন হয় এবং সাহাবাগন (নামাজের জন্য) একত্রিত হন, নাবী কারীম আলাইহিস স্বালাতু ওয়া তাসলীম (হুজরা শরীফ) থেকে বের হন নি। পরের সকালে তিনি ইরশাদ করেন, আমার ভয় হয়ে ছিল উক্ত নামাজ তোমাদের প্রতি ফরজ হয়ে যাবে যা তোমরা (পরবর্তিতে) পালন করতে সক্ষম হবে না।
(তালখীসুল হাবীর ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং 21)

ইহাছাড়া আরও কয়েকটি হাদীস আমাদের জ্ঞাত করায় যে, নবী পাক আলাইহিস সালাম বিশ রাকাত তারাবীহ্ পাঠ করতেন। যেমন,

www.YaNabi.in

عـن ابـن عبـاس رضـى اللّـه عـنهـما قال ان النبى ﷺ كان يصلى فى رمـضـان عشرين رَكَعَةً سِوىٰ الوِترِ ﴿رواه ابن ابى شيبه و الطبرانى و البيهقى﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্নিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই নাবী কারীম আলাইহিস স্বালাত ওয়াস সালাম রমজান মাসে বিত্‌র ব্যাতীত বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ নামাজ পাঠ করতেন।
(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা শরীফ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং 164, হাদীস নং 7774,, বাইহাকী শরীফ { সোনানে কুবরা } ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং 498,, তিবরানী শরীফ { মুজামে আওসাত } হাদীস নং 798 মিশরী,, মাজফউজ জাওয়াঈদ শরীফ ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা নং 172,, তিবরানী কাবীর হাদীস নং 12102,,)

ইমাম বোখারী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহ্-এর শিক্ষক হাযরাত ইমাম আব্দুর রাজ্জাক রাহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহ্ নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করেন,

عـن جابر بن عبد اللّه قال خرج النبى ﷺ ذات ليلة فى رمضان فصلى الناس اربعة و عشرين ركعةً و او تر بثلاثة ﴿رواه عبد الرزاق فى المصنف﴾

অর্থাৎ :- জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজান মাসে এক রাত্রে (বাড়ি) থেকে বের হয়ে (মসজিদে গিয়ে) সাহাবাদের চব্বিশ রাকায়াত নামাজ পড়ান (তথা চার রাকায়াত ফরজ ও বিশ রাকায়াত তারাবীহ্) এবং তিন রাকায়াতের সহিত বিত্‌র নামাজ আদায় করেন। (মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক ৪র্থ খন্ড পৃষ্ঠা নং 261,)

হাযরাত উমার রাদীআল্লাহু আনহু পুনরায় ২০ রাকায়াতের সহিত তারাবীহ্-এর জামাত চালু করেন

প্রিয় পাঠক বৃন্দ ! নাবী কারীম আলইহিস স্বালাত ওয়াস সালাম নিজের জাহিরী জিবনে শুধু দুই অথবা তিন দিন জামাতের সহিত তারাবীহ্রে নামাজ পড়িয়েছেন। তার পর যাহাতে উক্ত নামাজ উম্মতের প্রতি ফরজ না হয়ে যায় তিনি তারাবীহ্ জামাত সহকারে পাঠ করা ছেড়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর হাযরাত আবু বাক্কার সিদ্দিক রাদীআল্লাহু আনহুর ইন্তেকাল পর্যন্ত সাহাবাহগন একাকি তারাবীহ্ আদা করতে থাকেন। কিন্তু যখন গভীর চিন্তাবিদ ও ইসলাম দুনিয়ার দ্বিতীয় খালিফা হাযরাত উমার রাদীআল্লাহু আনহু খেলাফতের মসনদে আরোহন করলেন, তিনি এই ভেবে যে, নাবী কারীম আলইহিস স্বালাত ওয়াস সালাম যে কারনে তারাবীহ্রে জামাত ছেড়ে দিয়েছিলেন তা এখন আর সম্ভব নয়। কারণ নাবী পাক আলইহিস স্বালাত ওয়াস সালাম-এর ইন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে ওহী আসা বন্ধো হয়ে যাওয়ার কারণে নতুন করে আর কোনো ইবাদত ফরজ হতে পারে না। তাই তিনি পুনরায় তারাবীহ্রে নামাজ জামাতের সহিত চালু করেন। এবং যেহেতু নাবী পাক আলইহিস সালাম তারাবীহ্ জামাতের সহিত পুরো মাস আদায় করেননি তাই তিনি পুরো মাস জামাত সহকারে তারাবীহ্ চালু করে তাকে **نعمت البدعة** অর্থাৎ ! সুন্দর বিদ্আত বা বিদ্আতে হাসানা বলে আখ্যায়িত করেছেন। হাযরাত উমার রাদীআল্লাহু আনহুর উক্ত কর্মকে বিনা মতবিরোধে ও বিবাদে সমস্ত সাহাবা কেরাম, তাবেয়িনে এজাম, মুফাস্সিরীন, মোহাদ্দেসীন, মুহাক্কেকীন, মুজতাহেদীন ও সমস্ত বিশ্বস্ত উলামায়ে কেরাম রাহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহিম আজমাঈন মেনে নিয়েছেন এবং আজ পর্যন্ত দৃঢ় ভাবে তা বাস্তবায়ন করে আসছেন।

উল্লেখ থাকে যে, হাযরাত উমার রাদীআল্লাহু আনহু পুনরায় বিশ রাকাতের সহিতই তারাবীহ্ জামাত চালু করেন আট রাকায়াতের সহিত

না। যে বিষয়ে সমস্ত মোহাদ্দেসীন ও মুফাস্সেরীন একমত।

উপরোক্ত মন্তব্যের প্রমান নিম্নে প্রদত্ত হল,

عن عبد الرحمٰن بن عبد القارى انه قال خَرَجْتُ مع عمر بن الخطاب رضى اللّٰه عنه ليلة فى رمضان الى المسجد فاذا الناس اذ راع متفرقون يُصَلِّى الرجال لنفسه و يصلى الرجل فيصلى بصلا ته الرهط فقال عمر انى ارىٰ لو جمعت هولا ء على قارى واحدٍ لكان امثل ثم عزم فجمعهم على ابى بن كعب ثم خرجت معه ليلة اخرىٰ وَ الناس يصلون بصلاة قاريهم قال عمر رضى اللّٰه عنه نعمت البدعة هذه ﴿رواه البخارى باب فضل من قام رمضان و اللفظ له ، و مالک فى المؤطا كتاب الصلوة فى رمضان وابن خزيمة فى صحيحه و عبدالرزاق فى المصنف و البيهقى فى السنن الكبرى﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত আব্দুর রাহমান বিন আব্দুল কারী রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাযরাত উমার রাদীআল্লাহু আনহুর সহিত রমজান মাসের এক রাত্রে মসজিদের দিকে বের হলাম। (লক্ষ্য করলাম) মুসলমানগন বিচ্ছিন্ন ভাবে নামাজে মগ্নো রয়েছেন। কেউ একাই নামাজ পড়ছেন আবার কিছু সংখ্যাক লোক কোনো এক ব্যক্তির পিছনে নামাজে মাশগুল রয়েছেন। যা প্রত্যক্ষ করে হাযরাত উমার রাদীআল্লাহু আনহু বলেন, আমি ভাবছি, যদি আমি এই সমস্ত ব্যাক্তিদের একজন ইমামের পিছনে একত্রিত করতে পারতাম তাহলে খুব ভালো হত। অতঃপর উক্ত উদ্দেশ্যে মনস্থির করে তিনি সমস্ত লোকদেরকে হাযরাত উবাই বিন কাআব রাদীআল্লাহু আনহুর পিছনে ও

ইমামত্বে একত্রিত করলেন। অন্য এক রাত্রে যখন আমি তাঁর সহিত মসজিদের দিকে বের হই (আমরা লক্ষ্য করলাম) সমস্ত ব্যাক্তিগন তাদের একজন ইমামের পিছনে নামাজে মগ্নো আছেন। যা প্রত্যক্ষ করে হাযরাত উমার রাদীআল্লাহু আনহু বলে উঠেন,

نعمت البدعة هذه অর্থাৎ ! কি সুন্দর বিদ্আত এটা !

(বোখারী শরীফ প্রথম খন্ড হাদীস নং 2010,, মোআত্তা ইমামে মালিক হাদীস নং 246,, সহীহ্ ইবনে খোজাইমা হাদীস নং 155,, সুনানে কুবরা ২য় খন্ড পৃষ্টা নং 496,,)

عن يزيد بن رومان انه قال كان الناس يقومون فى زمان عمر بن الخطاب فى رمضان بثلا ث و عشرين ركعة ﴿رواه مالک فى المؤطا و البيهقى فى السنن الكبرى و العسقلانى فى فتح البارى و اسناد الحديث صحيح﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত ইয়াজিদ বিন রুমান রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, হাযরাত উমার রাদীআল্লাহু আনহুর খেলাফত কালে মুসলমানগন তেইশ রাকাত (বিশ রাকাত তারাবীহ্ ও তিন রাকাত বিত্র)-এর জামাত কায়েম করতেন।

(মুআত্তা ইমাম মালিক শরীফ হাদীস নং 248 কিতাবুস সালাত ফি রামজান,, সুনানুল কুবরা বাইহাকী শরীফ ২য় খন্ড পৃষ্টা নং 496,, ফাতহুল বারী শারহিল বোখারী শরীফ ৪র্থ খন্ড পৃষ্টা নং 253,, শোয়াবুল ইমান শরীফ হাদীস নং 3270,,)

হাযরাত ইমাম আবদুল্লাহ্ বিন আহমাদ বিন কুদামা বলেন,

و هذا كلا جماع ﴿المغنى جلد اول ص ـ ٤٥٦﴾

অর্থাৎ :- বিশ রাকাত সহকারে তারাবীহ্ আদায় করার উপর সাহাবাগনের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।

(আল মুগনী প্রথম খন্ড পৃষ্টা নং 456)

عن يحيى بن سعيد ان عمر بن الخطاب امر رجلا يصلى بهم عشرين ركعة ﴿ رواه ابن ابى شيبه فى المصنف باب كم يصلى فى رمضان من ركعةٍ ﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত ইয়াহ্য়া বিন সাঈদ রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। নিশ্চয়ই হাযরাত উমার রাদীআল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে (উবাই বিন কাআবকে) লোকেদের বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ পড়ানোর আদেশ প্রদান করলেন।
(মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা শরীফ ২য় খন্ড পৃষ্টা নং 163, হাদীস নং 7764,,)

عن السائب بن يزيد قال كنا نقوم فى عهد عمر بعشرين ركعة والوتر ﴿ رواه البيهقى فى معرفةُ السنن و اسناده صحيحٌ ﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত সাঈব বিন ইয়াজিদ রাদীআল্লাহু আনহু বলেন, আমরা (সাহাবা ও তাবেয়ীগন) হাযরাত উমার রাদীআল্লাহু আনহুর খেলাফত কালে বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ ও (তিন) রাকায়াত বিত্র আদায় করতাম।
(মারেফাতুস সুনান 8র্থ খন্ড পৃষ্টা নং 207)

عن عبد العزيز بن رفيع قال كان ابى بن كعب يصلى بالناس فى رمضان بالمدينةِ عشرين ركعةً و يوتر بثلاث ﴿ رواه ابن ابى شيبه فى المصنف باب كم يصلى فى رمضان من ركعةٍ ﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত আব্দুল আজীজ বিন রাফীই কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন হাযরাত উবাই হিন কাআব (যাকে হাযরাত উমার রাদীআল্লাহু

আনহু তারাবীহ্ের ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন) রমজান মাসে মদিনা শরীফে লোকদের বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ ও তিন রাকাত বিত্র পড়াতেন।
(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ২য় খন্ড পৃষ্টা নং 163, হাদীস নং 7766,)

عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه فى شهر رمضان بعشرين ركعةً ﴿ رواه البيهقى فى السنن الكبرى و معرفةُ السنن و الاثار و قال الامام جعفر بن محمد الفريابى اسناده و رجاله ثقاتٌ ﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত সাঈব বিন ইয়াজিদ রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলমানগন হাযরাত উমার রাদীআল্লাহু আনহুর খেলাফত কালে রমজান মাসে বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ কায়েম করতেন।
ইমাম জাফার বিন মোহাম্মাদ ফিরইয়াবী রাহ্মাতুল্লাহ্ আলাই বলেন, উক্ত হাদীস-এর সনদ ও বর্ণনাকারীগন সহীহ্।
(বাইহাকী সুনানুল কুবরা শরীফ ২য় খন্ড পৃষ্টা নং 496 হাদীস নং 4393 মাক্কি,, মারেফাতুস সুনান ওয়াল আসার 8র্থ খন্ড পৃষ্টা নং 207,, কিতাবুস সিয়াম প্রথম খন্ড পৃষ্টা নং 176,,)

عن السائب بن يزيد قال كنا ننصرف من القيام على عهد عمر رضى اللّه عنه و قد دنافروع الفجر و كان القيام على عهد عمر رضى اللّه عنه ثلا ثة و عشرين ركعةً ﴿ رواه عبد الرزاق فى المصنف ﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত সাঈব বিন ইয়াজিদ রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উমার রাদীআল্লাহু আনহুর জামানায় তারাবীহ্ নামাজ হতে ফজর নামাজের কাছাকাছি অবকাশ পেতাম। এবং হাযরাত

উমার রাদীআল্লাহু আনহুর খেলাফত কালে (বিত্‌র সহ) তেইশ রাকায়াত তারাবীহ্ কায়েম করা হত।
(মুসান্নফ আব্দুর রাজ্জাক শরীফ ৪র্থ খন্ড পৃষ্টা নং 261 হাদীস নং 7733,,)

عن الحسن ان عمر بن الخطاب رضى اللّٰه عنه جمع الناس على ابى بن كعب فكان يصلى بهم عشرين ركعةً ﴿ رواه ابن ابى شيبه فى المصنف ﴾

অর্থাৎ :- হাজরাত হাসান বাসরী রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। নিশ্চই হাযরাত উমার রাদীআল্লাহু আনহু মুসলমানদের তারাবীহের জন্য হাযরাত উবাই বিন কাআব-এর পিছনে একত্রিত করলেন। অতএব তিনি তাদের কে বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ পড়াতেন।
(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ২য় খন্ড পৃষ্টা নং 163,, তালখীসুল হাবীর লি আসকালানী ২য় খন্ড পৃষ্টা নং 21 হাদীস নং 540,, সিয়ারো আলামিন নোবলায়ে প্রথম খন্ড পৃষ্টা নং 400,,)

প্রিয় পাঠক বৃন্দ! উপরুক্ত হাদীস সমূহ দ্বারা দিবালোকের ন্যায় পরিস্কার ও প্রমাণিত যে, হাযরাত উমার রাদীআল্লাহু আনহু পুনরায় তারাবীহ্ জামাত চালু করার সময় বিশ রাকাতই চালু করেছেন ও পরক্ষনে বিশ রাকায়াতই বাস্তবায়ন হয়েছে। এবং তিনার উক্ত কর্মকে সমস্ত সাহাবাগন মেনে নিয়ে তার উপর দৃঢ় ভাবে আমল করেছেন। তাদের মধ্যে অবশ্যয় সেই সাহাবাগনও উপস্থিত ছিলেন যারা নবী পাক আলাইহিস সালাম-এর পিছনে দুই বা তিন দিন জামাতের সহিত তারাবীহ্ আদায় করেছেন। যদি হাযরাত উমার রাদীআল্লাহু আনহুর বিশ রাকায়াতের সহিত তারাবীহ্ সহীহ্ ও সুন্নাত না হত তাহলে সাহাবাগন তা কখনও হতে দিতেন না আর না বিস রাকায়াতকে বাস্তবায়ন করতেন বরং সবাই বিশ রাকায়াতের বিরোধিতা করে তা ছেড়ে দিতেন। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামগনের বাধা

দেওয়া বা বিরধিতা করা কোনো হাদীস থেকে প্রমানিত নয়। বরং তিনার যুগে ও তিনার পর অন্যান্য খোলাফায়ে রাশেদীন ও তাবেয়ীগনের যুগেও তিনার চালু করা বিশ রাকায়াত তারাবীহের উপর দৃঢ় ভাবে আমল করা প্রমানিত যা আমি আগামি অধ্যায়ে প্রমান করব ইনশাআল্লহ্।
এবার কেউ যদি বলে যে, হাযরাত উমার কে আমরা কেনো মানব ? অথবা হাযরাত উমার সুন্নাতের খেলাফ ভুল করে বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ পড়িয়েছেন (নাউজুবিল্লাহ) আমাদের কাছে তা ভরসাযোগ্য ও আমলযোগ্য না। তাহলে আমি তাদেরকে বলবো, কি আপনারা হাযরাত উসমান ও হাযরাত আলী রাদীআল্লাহু আনহুমা ও সাহাবাগন অপেক্ষা বেশি জ্ঞানী ও হাদিস বুঝেন ? হাযরাত উমার রাদীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ যদি ভুল হত তাহলে কি সাহাবাগন বিনা বিরোধিতায় তা মেনে নিতেন ? ইহাছাড়াও যারা উক্ত হাদীস সমূহ কে মানতে রাজি নয় তাদেরকে গোটা মাস জামাতের সহিত তারাবীহ্ আদায় করা উচিত নয় কারণ নাবী পাক আলাহিস স্বালাত ওয়াস সালাম গোটা মাস তারাবীহ্ জামাতের সহিত আদায় করেননি। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে শরিয়তের আহ্‌কাম সম্বন্ধে বোঝার তৌফিক দান করুক ! আমীন বেজাহে সাইয়্যেদিল মুরসালীন আলাহিস স্বালাত ওয়াত তাসলীম।

হাযরাত উসমান, হাযরাত আলী রাদীআল্লাহু আনহুমা ও তাবেয়ীনে কেরাম-এর যুগেও বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ বাস্তবায়ন

সম্মানিত মুসলিম সমাজ ! যেভাবে হাযরাত উমার রাদীআল্লাহু আনহুর যুগে সমস্ত সাহাবাগন বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ আদায় করতেন সেভাবেই হাযরাত উসমান, হাযরাত আলী রাদীআল্লাহু আনহুমা ও তাবেয়ীগনের যুগেও বিশ রাকাতের উপরেই মুসলমানদের আমল ছিল ।যা নিম্নে সংকলিত হাদীস সমূহ দ্বারা প্রকাশিত ও প্রমানিত। যেমন,

عن ابى الحسناء ان عليا رضى اللّٰه عنه امر رجلاً يصلى بهم فى رمضان عشرين ركعةً ﴿ رواه البيهقى فى السنن الكبرى و ابن ابى شيبه فى المصنف باب كم يصلى فى رمضان من ركعةٍ ﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত আবুল হাসানা রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। নিশ্চয় হাযরাত আলী রাদীআল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে রমজান শরিফে মুসলমানদেরকে বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ পড়ানোর আদেশ দিলেন।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস নং 7763,, বাইহাকী শরীফ সুনানে কুবরা ২য় খন্ড পৃষ্টা নং 497, হাদীস নং 4377,, আল মুগনী প্রথম খন্ড পৃষ্টা নং 456,,)

عن عبداللّٰه بن قيس عن ستير بن شكل انه كان يصلى فى رمضان عشرين ركعةً ﴿ رواه ابن ابى شيبه فى المصنف باب كم يصلى فى رمضان من ركعةٍ ﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত আবদুল্লাহ বিন কাঈস রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। হাযরাত সুতাইর বিন শাকল রমজান মাসে বিশ রাকায়াত

তারাবীহ্ আদায় করতেন।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা শরীফ বাব নং 680 হাদীস নং 7762,,)

عن ابى الحسناء ان على بن ابى طالب امر رجلاً ان يصلى بالناس خمس ترويحات عشرين ركعة ﴿ رواه البيهقى فى السنن الكبرىٰ باب ماروى فى عدد ركعات القيام فى شهر رمضان و اللفظ له و ابن ابى شيبه المصنف و ابن قدامة فى المفيغنى ﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত আবু হাসানা কর্তৃক বর্ণিত। নিশ্চয়ই হাযরাত আলী রাদীআল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে আদেশ প্রদান করলেন, সে যেন লোকজনদের পাঁচ তারবীহার (তারবীহা চার রাকায়াতে হয়) সহিত বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ পড়ান।

(বাইহাকী সুনানুল কুবরা হাদীস নং 4397 ২য় খন্ড পৃষ্টা নং 496,, মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ২য় খন্ড পৃষ্টা নং 163,, মুগনী প্রথম খন্ড পৃষ্টা নং 456,,)

عن ابى الخصيب قال كان يؤمنا سويد بن غفله فى رمضان فيصلى خمس ترويحات عشرين ركعةً ﴿ رواه البيهقى فى السنن الكبرىٰ باب ماروى فى عدد ركعات القيام و فى سنده قوة ﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত আবু খোসাইব রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্নিত। তিনি বলেন, হাযরাত সোআইদ বিন গাফলা রমজান মাসে আমাদের ইমামতী করতেন। এবং তিনি পাঁচ তারবীহার সহিত বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ পড়াতেন।

(বাইহাকী শরীফ সুনানুল কুবরা দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্টা নং 496, হাদীস নং 4395,,)

عن شتير بن شكل و كان من اصحاب على رضى اللّٰه عنه انه كان يؤمهم فى شهر رمضان بعشرين ركعةً و يوتر بثلاث و فى ذٰلک قوة ﴿ رواه البيهقى فى السنن الكبرىٰ باب ماروى فى عدد ركعات القيام فى شهر رمضان ﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত সুতাইর বিন শাক্‌ল রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্নিত। তিনি হাযরাত আলী রাদীআল্লাহু আনহুর সঙ্গিদের মধ্য হতে একজন। নিশ্চয়ই তিনি রমজান শরীফে লোকেদের বিশ রাকাত তারাবীহ্ ও তিন রাকাত বিত্‌র পড়াতেন। উক্ত হাদীসের সনদে মজবুতি রয়েছে অর্থাৎ হাদীসটি সহীহ।
(বাইহাকী সুনানুল কুবরা ২য় খন্ড পৃষ্টা নং 496, হাদীস নং 4395,,)

عن ابى عبدالرحمٰن السلمى عن على رضى اللّٰه قال دعا القراء فى رمضان فامر منهم رجلا يصلى بالناس عشرين ركعة ﴿ رواه البيهقى فى السنن الكبرىٰ باب ماروى فى عدد ركعات القيام فى شهر رمضان ﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত আবু আব্দুর রাহ্‌মান সালামী রাদীআল্লাহু আনহু হাযরাত আলী রাদীআল্লাহু আনহু প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন। তিনি একদা রমজান মাসে ক্বারীগনকে ডেকে তাদের মধ্যে একজন ক্বারীকে লোকেদের বিশ রাকাত তারাবীহ্ পড়ানোর আদেশ প্রদান করলেন।
(সুনানে কুবরা বাইহাকী শরীফ ২য় খন্ড পৃষ্টা নং 496, হাদীস নং 4396,,)

عن على رضى اللّٰه عنه انه امر رجلا يصلى بهم فى رمضان عشرين ركعة و هذا ايضا سوىٰ الوتر ﴿ رواه ابن عبد البر فى التمهيد ﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত আলী রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্নিত। নিশ্চয়ই তিনি এক ব্যক্তিকে আদেশ করলেন যেন সে মুসলমানদেরকে রমজান শরীফে বিশ রাকাত তারাবীহ্ পড়ান। এবং এটি বিত্‌র ছাড়া ছিল।
(তামহীদ ৪ম খন্ড পৃষ্টা নং 115,,)

و فى رواية ان عليا رضى اللّٰه عنه كان يؤمُّهم بعشرين ركعة و يوتر بثلاث ﴿ رواه ابن قدامه فى المغنى ﴾

অর্থাৎ :- এক বর্ণনায় রয়েছে, নিশ্চই হাযরাত আলী রাদীআল্লাহু আনহু তাদেরকে বিশ রাকাত তারাবীহ্ ও তিন রাকাত বিত্‌র পড়াতেন।
(আল মুগনী লি ইবনে কুদ্বামা প্রথম খন্ড পৃষ্টা নং 456,,)

عن ابى اسحاق عن الحارث انه كان يؤم الناس فى رمضان بالليل بعشرين ركعة و يوتر بثلاث و يقنت قبل الركوع ﴿ رواه ابن ابى شيبه فى المصنف باب كم يصلى فى رمضان من ركعةٍ ﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত আবু ইসহাক রাদীআল্লাহু আনহু হাযরাত হারিস রাদীআল্লাহু আনহু প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন। নিশ্চয়ই তিনি রমজান মাসের রাতে লোকেদের বিশ রাকাত তারাবীহ্ ও তিন রাকাত বিত্‌র নামাজ পড়াতেন। আর [বিত্‌র নামাযে] রুকু করার পূর্বে দোআয়ে কুনুত পাঠ করতেন।
(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা শরীফ হাদীস নং 7767,,)

عن ابی البختری انه کان یصلی خمس ترویحات فی رمضان و یوتر بثلاث ﴿ رواه ابن ابی شیبه فی المصنف باب کم یصلی فی رمضان و اسناده صحیح ﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত আবু বুখতারী রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। নিশ্চয়ই তিনি রমজান মাসে পাঁচ তারবীহার সহিত তারাবীহ্ নামাজ পাঠ করতেন (এক তারবীহা বলা হয় চার রাকায়াতের পর কিছুক্ষন আরাম করা) এবং তিন রাকায়াত বিত্র নামাজ পাঠ করতেন।
(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ২য় খন্ড পৃষ্টা নং 16 ও হাদীস নং 7748)

عن عطاء قال ادرکت الناس و هم یصلون ثلا ثا و عشرین رکعة بالوتر ﴿ رواه ابن ابی شیبه فی المصنف باب کم یصلی فی رمضان من رکعةٍ و اسناده حسن ﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত আতা রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্নিত। তিনি বলেন, আমি মুসলমানদের প্রত্যক্ষ করেছি যে তারা (রমজান মাসে) বিত্র সহ তেইশ রাকায়াত নামাজ আদা করতেন।
(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা হাদীস নং 7770)

عن سعید بن عبید ان علی بن ربیعة کان یصلی بهم فی رمضان خمس ترویحات و یوتر بثلاث ﴿ رواه ابن ابی شیبه فی المصنف باب کم یصلی فی رمضان من رکعةٍ و اسناده صحیح ﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত সাঈদ বিন উবাইদ রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্নিত। নিশ্চয়ই হাযরাত আলী বিন রাবীআ রাদীআল্লাহু আনহু তাদেরকে

পাঁচ তারবীহার সহিত [বিশ রাকায়াত] তারাবীহ্ ও তিন রাকায়াত বিত্র নামাজ পড়াতেন।
(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ২য় খন্ড পৃষ্টা নং 7772)

عن نافع بن عمر کان ابن ابی ملیکة یصلی بنا فی رمضان عشرین رکعة ﴿ رواه ابن ابی شیبه فی المصنف ﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত নাফে বিন উমার রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্নিত। (তিনি বলেন) হাযরাত ইবনে আবী মুলাইকা রমজান শরিফে আমাদেরকে বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ পড়াতেন।
(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ২য় খন্ড হাদীস নং 7765)

قال الشافعی رضی اللّٰه عنه و هکذا ادرکت ببلد نا بمکة یصلون عشرین رکعة ﴿ رواه الترمزی فی السنن باب ما جاء فی قیام شهر رمضان ﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত ইমাম শাফেয়ী রাদীআল্লাহু আনহু বলেন, আমি আমাদের পবিত্র শহর মক্কায় লোকজনকে বিশ রাকায়াত নামাজ আদায় করতে প্রত্যক্ষ করেছি।
(তিরমিজী শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্টা নং 99 ফি কিয়ামে শাহরে রামজান অধ্যায়)

ইমাম তাহতাবী আলাইহির রাহ্মা বলেন,

ثبت العشرون بمواظبة الخلفاء الراشدین ماعدا الصدیق رضی اللّٰه عنهم

অর্থাৎ :- হাযরাত আবু বাক্কার সিদ্দিক রাদীআল্লাহু আনহু ব্যাতীত (কারন তিনার যুগে তারাবীহ্ জামাত সহিত চালু হইনি) সমস্ত খোলাফায়ে

রাশেদীন-এর চিরাচরিত আমল দ্বারা বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ প্রমাণিত। (আহ্তাবী আলা মারাকিল ফালাহ্ পৃষ্টা নং 224)

প্রিয় পাঠক বৃন্দ ! উপরোল্লেখিত হাদীস ও দলীল সমূহের অধ্যায়ন নিশ্চয়ই আপনাকে জ্ঞাত করিয়েছে যে, হাযরাত উমার রাদীআল্লাহু আনহুর ন্যায় হাযরাত আলী, হাযরাত উসমান রাদীআল্লাহু আনহুমা এবং তাবেয়ী ও তাবয়ে তাবেয়ীর পবিত্র যুগেও বিশ রাকায়াত তারাবীহ্কে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আট রাকায়াত না। তাঁদের যুগে বিশ রাকায়াত তারাবীহের কেউ বিরোধিতা করেন নি। এবং তাদের পর আজ পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দেসীন, মুফাস্সেরীন ও উলামায়ে কেরাম বিশ রাকায়াত তারাবীহের উপর আমল করে আসছেন। সুতরাং বর্তমান যুগের সমস্ত মুসলমানদের উচিত সেই কর্মের উপর আমল ও নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা যে কর্মের উপর নাবী পাক আলাইহিস স্বালাত ওয়াস সালাম- এর প্রিয় সাহাবাগন ও তাবেয়ীন গন আমল করে নিজের নিজের জীবন অতিবাহিত করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, যে ব্যক্তিরা মক্কা ও মদীনা শরীফের দোহাই দিয়ে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে সেই ব্যক্তিদেরকেও বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ আদায় করা উচিত আট রাকায়াত না। কারন মক্কা ও মদীনা শরীফেও আজ পর্যন্ত বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ আদায় করা হয় আট রাকায়াত না।

সিহাহে সিত্তা ও সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত হল তারাবীহ্ বিশ রাকায়াত

ইতি পূর্বের অধ্যায় সমুহ দ্বরা পরিষ্কার ভাবে প্রমানিত যে, নাবী মুস্তাফা আলাইহিস সালাত ওয়াস সালাম, খোলাফায়ে রাশেদীন রাদীআল্লাহু আনহুম, অন্যান্য সাহাবা কেরাম, তাবেয়ীন এজাম ও তাবয়ে তাবেয়ীন রাদীআল্লাহু আনহুম তারাবীহের নামাজ বিশ রাকায়াত সহকারে আদায় ও কায়েম করেছেন। তাই সিহাহে সিত্তার গ্রন্থাকার গনের মধ্য হতে ইমাম তিরমিজী আলাইহির রাহ্মা নিজের প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ তিরমিজী শরীফে ইরশাদ করেন।

اكثر اهل العلم على ماروى عن عمر و على رضى الله عنهما و غيرهما من اصحاب النبى ﷺ عشرين ركعة وهو قول الثورى و ابن المبارک و الشافعى وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَ هٰكَذَا اَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمِكَّةَ يُصَلُّوْنَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً ﴿ ترمزى جلد اول ص ـ ۹۹ باب ما جاء فى قيام شهر رمضان ﴾

অর্থাৎ :- সংখ্যাগরিষ্ঠ বিশ্বস্ত ওলামায়ে কেরাম এর (মত ও পথ) রয়েছে তার উপর যা বর্ণিত হয়েছে হাযরাত উমার, হাযরাত আলী ও নাবী পাক আলাইহিস স্বালাত ওয়াস সালাম-এর অন্যান্য সাহাবা কেরাম রাদীআল্লাহু আনহুম হতে অর্থাৎ তারাবীহ্ নামাজ হল, বিশ রাকায়াত । এটাই মত প্রকাশ করেছেন হাযরাত সুফিয়ান সাওরী, হাযরাত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুবারাক ও ইমাম শাফেয়ীও (রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহিম)। ইমাম শাফেয়ী বলেন, এভাবেই আমি আমাদের পবিত্র শহর মক্কা শরীফে মুসলমানদের বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ আদায় করতে প্রত্যক্ষ করেছি। (তিরমিজী শরীফ প্রথম খন্ড পৃষ্টা নং 99,,)

* ইমাম মুল্লা আলী কারী রাহ্মাতুল্লাহ আলাই নিজ গ্রন্থ) "শার্হে নেকায়া" এর মধ্যে লিপিবদ্ধ করেন,

فصار اجماعاً لماروى البيهقى رحمة اللّٰه تعلىٰ باسناد صحيحٍ كانوا يقيمون على عهد عمر بعشرين ركعة و على عهد عثمان و على رضى اللّٰه عنهم

অর্থাৎ :- বিশ রাকায়াত তারাবীহ্-এর উপর ইজ্মা তথা সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। কারন ইমাম বাইহাকী আলাইহির রাহ্মা সহীহ্ সনদ দ্বারা বর্ণনা করেছেন যে, হাযরাত উমার, হাযরাত উসমান ও হাযরাত আলী রাদীআল্লাহু আনহুম-এর পবিত্র যুগে তিনারা (সাহাবা ও তাবেয়ীগন) বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ আদায় করতেন।

* তাহ্তাবী আলা মারাফিল ফালাহ্ পৃষ্টা নং 224 -এ লিপিবদ্ধ আছে,

ثبت العشرون بمواظبة الخلفاء الراشدين ماعدا الصديق رضى اللّٰه عنهم

অর্থাৎ :- হাযরাত আবু বাক্কার সিদ্দিক রাদীআল্লাহু আনহু ব্যাতিত (কারন তিনার যুগে জামাত সহকারে তারাবীহ্ চালু হয়নি) সমস্ত খোলাফায়ে রাশেদীন -এর চিরাচারিত আমল দ্বারা বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ প্রমানিত।

* ফাতাওয়া শামী প্রথম খন্ড পৃষ্টা নং 195 -এ আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে ব্যাক্ত করেন,

وهى عشرون ركعة هو قول الجمهور وَ عَلَيْهِ النَّاسُ شَرْقاً و غَرْباً

অর্থাৎ :- তারাবীহ্ নামাজ হল বিশ রাকায়াত । এটাই হল সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমগনের মত ও পথ । যার উপর পূর্ব প্রান্ত হতে পশ্চিম প্রান্ত অবধি সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানগন আমল করে আসছেন।

* হাযরাত আল্লামা শাইখ জাইনুদ্দিন ইবনে নাজিম রাহমাতুল্লাহ্ আলাই লিপিবদ্ধ করেন।

هو قول الجمهور لما فى المؤطا عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون فى زمن عمر بن الخطاب بثلاث و عشرين ركعة و عليه عمل الناس شرقا و غرباً

অর্থাৎ :- সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমগনের মত ও পথ হল তারাবীহ্ বিশ রাকায়াত । কারন "মোআত্তা ইমাম মালিক" এ হাযরাত ইয়াজিদ বিন রুমান রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্নিত। তিনি বলেন, হাযরাত উমার বিন খাত্তাব রাদীআল্লাহু আনহুর জামানায় মুসলমানরা তেইশ রাকায়াত নামাজ (তিন রাকায়াত বিত্র ও বিশ রাকায়াত তারাবীহ্) আদায় করতেন। আর এটার উপর আমল করে আসছেন গোটা পৃথিবীর মুসলমানগন।
(বাহ্রুর রাইক দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্টা নং 66)

* "এনায়া শারহে হেদায়া" গ্রন্থে ফি কিয়ামে রামজান অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

كان الناس يصلونها فرادى الى زمن عمر رضى اللّٰه عنه فقال عمر انى ارى ان اجمع الناس على امام واحد فجمعهم على اُبَىُ ابن كعب فصلى بهم خمس ترويحات عشرين ركعةً

অর্থাৎ :- হাযরাত উমার রাদীআল্লাহু আনহুর শাসনকালের প্রারম্ভ পর্যন্ত সাহাবা কেরামগন একাকী তারাবীহ্ নামাজ আদায় করতেন। অতঃপর হাযরাত উমার রাদীআল্লাহু আনহু বলেন, আমার মনে আকাঙ্খা যে, আমি সমস্ত মানুষকে এক ইমামের পিছনে একত্রিত করি। অতএব তিনি তাদেরকে হাযরাত উবাই বিন কাআব-এর পিছনে একত্রিত করলেন। এবং হাযরাত

উবাই বিন কাআব স্বীয় মুক্তাদিগনকে পাঁচ তারবীহার সহিত বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ পড়ালেন।

* বাদায়ে সানায়ে গ্রন্থে

اما قدرها فعشرون ركعة فى عشر تسليمات فى خمس ترويحات كل تسليمتين ترويحة و هذا قول عامة العلماء

অর্থাৎ :- তারাবীহের রাকাত সংখ্যা হল বিশ যা পাঁচ তারবীহা সহ দশ সালামে আদায় করা হবে। প্রতি দুই সালামের পর এক তারবীহা গন্য হবে। আর এটাই হল সমস্ত আলিমগনের মত ও পথ।
(বাদায়ে সানায়ে প্রথম খন্ড পৃষ্টা নং 288)

* ইমাম আহ্লে সুন্নাত হুজ্জাতুল ইসলাম হাযরাত ইমাম গাজ্জালী রাহ্মাতুল্লাহ্ আলাই ইরশাদ করেন,

التراويح و هى عشرون ركعة و كيفيتها مشهورة و هى سنة مأكدة

অর্থাৎ :- তারাবীহ্ হল বিশ রাকায়াত যার আদায় করার নিয়ম খুবই পরিচিত আর এই নামাজ হল সুন্নাতে মুআক্কাদা।
(ইহইয়াউল উলুম প্রথম খন্ড পৃষ্টা নং 243)

* গাওসে আজাম হুজুর সাইয়্যেদুনা বড় পীর শাইখ আব্দুল কাদির জীলানী রাদীআল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন,

صلوة التراويح سنة النبى ﷺ و هى عشرون ركعة

অর্থাৎ :- তারাবীহের নামাজ হল, নাবী পাক আলইহিস সালামের সুন্নাত এবং এর রাকায়াত সংখ্যা হল বিশ।
(গুনিয়াতুত তালেবীন আরবী পৃষ্টা নং 278)

* শারহে ওকায়া গ্রন্থে রয়েছে।

التراويح عشرون ركعةً

অর্থাৎ :- তারাবীহ্ নামাজ হল বিশ রাকায়াত ।
(শারহে ওকায়া প্রথম খন্ড পৃষ্টা নং 175)

* কেফায়া নামের গ্রন্থে রয়েছে।

كانت جملتها عشرون ركعة و هذا عندنا و عندالشافعى

অর্থাৎ :- তারাবীহ্- এর মোট সংখ্যা হল বিশ রাকায়াত । আর এটাই আমাদের (হানাফীদের) ও শাফেয়ী দের মত।

* বাদশাহ আলামগীর-এর যুগে প্রায় পাঁচ শত নির্ভরযগ্য আলিমগনের সিদ্ধান্তে লিপিবদ্ধ ফিকা গ্রন্থ " ফাতওয়া আলামগিরী" এর মধ্যে আছে।

و هى خمس ترويحات كل ترويحة اربع ركعةً تسليمتين

অর্থাৎ :- পাঁচটি তারবীহা সম্বলীত তারাবীহ্-এর নামাজ। প্রতি তারবীহা চার রাকায়াত সম্বলীত যা দুই সালামের সহিত আদায় করা হবে।
(ফাতাওয়া আলামগিরী প্রথম খন্ড পৃষ্টা নং 108)

* হাযরাত আল্লামা আশ-শাহ্ ওলীউল্লাহ্ মোহাদ্দিসে দেহেলবী রাহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহে যাকে ওহাবী আহ্লে হাদীসরাও নিজের ইমাম ও পেশওয়া বলে মানে ও স্বিকার করে। তিনি নিজ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা" এর মধ্যে ইরশাদ করেন,

عددهٗ عشرون ركعة

অর্থাৎ :- তারাবীহের রাকায়াত সংখ্যা হল বিশ।
(হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্টা নং 18)

* হাযরাত আল্লামা ইবনে হাজার হাইসামী রাহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহে ইরশাদ করেন,

اجماع الصحابة على ان التراويح عشرون ركعة

অর্থাৎ :- সাহাবায়ে কেরাম রাদীআল্লাহু আনহুম এর সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত হল, নিশ্চয়ই তারাবীহ্ নামাজ হল বিশ রাকায়াত ।

* হাযরাত আল্লামা আইনী রাহ্মাতুল্লাহে আলাইহে উমদাতুল কারী শারহে বোখারী-এ ইরশাদ করেন,

قال ابن عبدالبر و هو قول جمهور العلماء و به قال الكوفيون و الشافعى و اكثر الفقهاء و هو الصحيح من غير خلاف من الصحابة

অর্থাৎ :- ইমাম ইবনে আব্দুল বার ইরশাদ করেন, বিশ রাকায়াত তারাবীহই হল জামহুর উলামা (সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামা) এর মত। আর এটাই মত প্রকাশ করেছেন কুফার আলীমগন, ইমাম শাফেয়ী ও সংখ্যা গরিষ্ঠ ফিকা শাস্ত্রের বিশ্বস্ত আলীমগন আর এটাই সঠিক যা বর্ণিত হয়েছে হাযরাত কাআব রাদীআল্লাহু আনহু হতে সাহাবা কেরামগনের বিনা মতভেদে।

(উমদাতুল কারী শারহে বোখারী ৫ম খন্ড পৃষ্টা নং 355)

প্রিয় পাঠক বৃন্দ! উপরোল্লেখিত উদ্ধৃতীগুলী দ্বারা পরিস্কার ভাবে প্রমাণিত যে, সিহাহে সিত্তা, অন্যন্য সমস্ত বিশস্ত উলামায়ে কেরাম ও মোহাদ্দেসীনে এজাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনে এজাম বিশেষতঃ খোলাফায়ে রাশেদীন রাদীআল্লাহু আনহুম-এর সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত হল তারাবীহ্ রাকায়াত সংখ্যা বিশ। বিশ রাকায়াত তারাবীহের মধ্যে সাহাবা কেরাম (রাদীআল্লাহু আনহুম) গণের কোন মতভেদ নেই। সুতরাং বিশ রাকায়াত তারাবীহ্কে অস্বিকার করে আট রাকাত প্রমান করে নিজের

জীবনে বাস্তবায়ন করা সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনে এজাম-এর বিরধিতা করা এবং নিজের অজ্ঞতা ও মূর্খামী প্রকাশ করা ব্যাতিত আর কিছু না।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকল কে সেই পথ ও মতে পরিচালিত করুক যে পথ আমাদেরকে নাবী কারীম আলাইহিস সালাম-এর প্রিয় সাহাবাগন প্রদান করেছেন। কারন সাহাবায়ে কেরাম গণের বিরোধিতা করে কেউ জান্নাতী দলে প্রবেশ করতে পারেনা।

চার ইমামের নিকট
তারাবীহের নামাজ বিশ রাকায়াত

সাওয়াদে আজম আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ফিকাহ্ শাস্ত্রের চারজন প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত ইমামগন যাদের অনুসরন করে প্রায় ১২০০, বছরেরও অধিক সময় ধরে গোটা মুসলিম উম্মাহ নিজের ইসলামী জীবন অতিবাহিত করে আসছেন। অর্থাৎ ইমাম আজম হাযরাত আবু হানিফা, হাযরাত ইমাম শাফেয়ী, হাযরাত ইমাম মালিক ও হাযরাত ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বাল রাদীআল্লাহু আনহুমা যাদেরকে সর্ব সম্মতি ক্রমে গোটা মুসলিম উম্মাহ নিজেদের ইমাম ও পেশওয়া বলে মান্য করেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার মধ্যে কোনো একজন ইমামের মাযহাবের অনুসরন করা প্রতিটি মুসলিম-এর জন্য ওয়াজিব।

উক্ত চারজন যুগশ্রেষ্ট ও প্রসিদ্ধ ইমামগনের নিকটও তারাবীহের নামাজ বিশ রাকায়াত আট রাকায়াত না। শুধু ইমাম মালিক রাদীআল্লাহু আনহুর এ প্রসঙ্গে দুই রকম মন্তব্য বর্নিত হয়েছে। এক মন্তব্যে বিশ

রাকায়াত ও দ্বিতীয় মন্তব্যে ৩৬ রাকায়াত । আর ৩৬ রাকায়াত তারাবীহ্ বলার কারন হল, মক্কা শরীফের লোকজন প্রতি দুই তারবীহার মাঝে সাতবার কাবা শরিফের তোয়াফ করতেন, যা মদিনা বাসি করতে শক্ষম হতেন না। তাই সমান করার লক্ষে তারা প্রতি তোয়াফের বদলে চার রাকাত নামাজ বৃদ্ধি করতেন। যেমন হাযরাত ইমাম ইবনে কুদামা মুকাদ্দাসী রাহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহ্ ইরশাদ করেন,

انما فعل هذا اهل المدينة لانهم ارادوا مساواة اهل مكة فان اهل مكة يطوفون سبعاً بين كل ترويحتين فجعل اهل المدينة مكان كل سبع اربع ركعات ﴿ المغنى جلد دوم ص ـ ١٦٧ ﴾

অর্থাৎ :- মদিনাবাসীগন এটা এজন্য করতেন যাহাতে মক্কা বাসীদের সমান হয়ে যায়। কারন, মক্কাবাসীগন প্রতি দুই তারবীহার মাঝে সাতবার বাইতুল্লাহ্ শরিফের তোয়াফ করতেন। সুতরাং মদিনাবাসীগন প্রতি সাত তোয়াফের বদলে চার রাকায়াত নামাজ বৃদ্ধি করে নিতেন।
(মুগনী ২য় খন্ড পৃষ্টা নং 167)

অতঃপর ইমাম ইবনে কুদামা রাহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহ্ বলেন, কিন্তু যেহেতু সাহাবা কেরাম রাদীআল্লাহু আনহুম-এর দ্বারা ২০ রাকায়াত তারাবীহ্ প্রমানিত ও বাস্তবায়িত তাই আমাদেরকে তাদেরই অনুসরন করে বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ আদায় করা উচিত। কারন নাবী পাক আলইহিস সালাত ওয়াস সালাম-এর অনুসরন করাটাই হল আমাদের জন্য সবথেকে উত্তম।
(মুগনী ২য় খন্ড পৃষ্টা নং 167)

(১) চার ইমামের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়, প্রসিদ্ধ এবং ইলম ও হিকমাতের অগাধ পন্ডিত্যের অধিকারী ইমামে আজাম হাযরাত আবু হানীফা রাহ্মাতুল্লাহে আলাইহ্ এর মত ও মাজহাবেও তারাবীহ্ বিশ রাকায়াত

। যেমন, ইমাম ফাখরুদ্দিন রাহ্মাতুল্লাহে আলাইহ্ "ফাতাওয়া কাজীখাঁ" এর মধ্যে লিপিবদ্ধ করেন,

عن ابى حنيفة رضى اللّه عنه قال القيام فى شهر رمضان سنة.... ..... كل ليلة سوىٰ الوتر عشرين ركعة خمس ترويحات ﴿فتاوىٰ قاضى خان جلد اول ص ـ ١١٢﴾

অর্থাৎ :- ইমাম আজম আবু হানীফা রাদীআল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন, রামজান মাসে কিয়াম (তারাবীহ) করা হল সুন্নাত। (তারাবীহের পদ্ধতী) প্রতি রাত্রে বিত্র ব্যাতিত বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ পাঁচ তারবীহার সহিত আদায় করতে হবে।
(ফাতাওয়া কাজীখাঁ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং 112)

(২) মালেকী মাজহাবের প্রবক্তা ও পেশওয়া, রাহবারে আহলে সুন্নাত ইমামে দারিল হিজরাত হাযরাত ইমাম মালিক বিন আনাস রাহ্মাতুল্লাহে আলাইহ্ এর নিকটও তারাবীহ্ বিশ রাকায়াত । যেমন হাযরাত আল্লামা ইবনে রুশ্দ মালেকী রাহ্মাতুল্লাহে আলাইহ্ ইরশাদ করেন,

و اختار مالك (رحمة اللّه تعلىٰ) فى احد قوليه ..... القيام بعشرين ركعةً ﴿ بداية المجتهد جلد اول ص ـ ٢١٤﴾

অর্থাৎ :- ইমাম মালিক রাহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহ্ তাঁর দুই মতের মধ্যে একটিতে বিশ রাকায়াত তারাবীহ্কে নির্বাচিত করেছেন।
(বেদাইয়াতুল মুজাতাহিদ প্রথম খন্ড পৃষ্টা নং 214)

(৩) শাফেয়ী মাজহাবের ইমাম ও রাহবার ইমামুল হাদীস ও ফিকহ্ হুজুর সাইয়্যেদুনা মোহাম্মাদ বিন ইদরীস শাফেয়ী রাদীআল্লাহু আনহুর নিকটও তারাবীহ্ নামাজ বিশ রাকায়াত । যেমন, ইমাম তিরমিযী রাহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহ্ এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন,

وقال الشافعي و هكذا ادركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعةً ﴿ ترمزى جلد اول ص ـ ٩٩ باب ما جاء فى قيام شهر رمضان ﴾

অর্থাৎ :- ইমাম শাফেয়ী রাহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহ্ ইরশাদ করেন, এই ভাবেই আমি আমার শহর মক্কা শরিফে মুসলমানদের বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ কায়েম করতে প্রত্যক্ষ করেছি।
(জামেয়ে তিরমিযী প্রথম খন্ড পৃষ্টা 99)

(৪) ইমাম ইবনে কুদামা হাম্বালী রাহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহ্ নিজের হাম্বালী মাজহাবের ইমাম ও মুকতাদা ইমামে আহলে সুন্নাত হুজুর সাইয়্যেদুনা আহ্মাদ বিন হাম্বাল রাদীআল্লাহু আনহু প্রসঙ্গে ব্যাক্ত করেন,

والمختار عند ابى عبد اللّٰه فيها عشرون ركعةً و بهذا قال الثورى وابوحنيفة و الشافعى ﴿ المغنى لابن قدامة جلد دوم ص ـ ٣٦٦ ﴾

অর্থাৎ :- ইমাম আবু আব্দুল্লাহ (আহমাদ বিন হাম্বাল) রাদীআল্লাহু আনহুর নিকট বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ আদায় করা হল নির্বাচিত ও পছন্দনীয়। আর এটাই মত প্রকাশ করেছেন হাযরাত ইমাম সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী রাদীআল্লাহু আনহুম।
(আল মুগনী ২য় খন্ড পৃষ্টা নং 366)

এছাড়া বেদায়াতুল মুজতাহিদ গ্রন্থে তারাবীহ্ নামাজের ব্যাপারে প্রখ্যাত ও বিশুদ্ধ চার ইমামগনের মত ও পথ প্রসঙ্গে পরিস্কার ভাসায় লিপিবদ্ধ আছে।

فاختار مالك فى احد قولية و ابوحنيفة والشافعى واحمد و داؤد القيام بعشرين ركعة سوىٰ الوتر ﴿ بداية المجتهد جلد اول ص ـ ٢١٠ باب فى قيام رمضان ﴾

অর্থাৎ :- ইমাম মালিক তাঁর এক মন্তব্যে এবং ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহ্মাদ ইবনে হাম্বাল ও ইমাম দাউদ রাদীআল্লাহু আনহুম বিত্র ছাড়া বিশ রাকাতের সহিত তারাবীহ্ আদায় করাকেই নির্ধারন ও পছন্দ করেছেন।
(বেদায়াতুল মুজতাহিদ প্রথম খন্ড পৃষ্টা নং 210)

বিশ রাকায়াত তারাবীহ্-এর অন্তর্নিহীত রহস্য

হুজুর ফাক্বীহে মিল্লাত রাহ্মাতুল্লাহ আলাইহ তাঁর "আনওয়ারুল হাদীস" গ্রন্থে ইরশাদ করেন,

বিশ রাকায়াত তারাবীহ্কে প্রতিষ্ঠিত করার অন্তর্নিহীত রহস্য হল, প্রত্যহিক দিবারাত্রীতে মোট বিশ রাকায়াত নামাজ হল ফরজ ও ওয়াজিব। তার মধ্যে সতেরো রাকায়াত ফরজ এবং তিন রাকায়াত বিত্র। আর রমজান মাসে বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ ধার্য্য করেছেন যাতে ফরজ ও ওয়াজিব সমূহের মর্যাদা আরো বৃদ্ধি হয় ও পুর্নতা অর্জন করে।

যেমন বাহরুর রাইক দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্টা নং 67-তে লিখা হয়েছে।

ذكر العلامة الحلبى ان الحكمة فى كونها عشرين (ركعة) ان السنن شرعت مكملات للواجبات و هى عشرون بالوتر فكان التراويح كذالك لنفع المساوات بين المكمّلِ والمكمَّل

অর্থাৎ :- অল্লামা হালবী রহ্মাতুল্লা আলাই বলেন, তারাবীহ্ বিশ রাকায়াত হওয়ার অন্তর্নিহীত রহস্য হলো, নিশ্চয় সুন্নাতাদির অনুমোদন হয়েছে ফরজ ও ওয়াজিবের পুর্নতা অর্জনের লক্ষ্যে। আর

দিন রাতের মোট ফরজ ও ওয়াজিব সংখ্যা হল বিশ। সুতরাং তারাবীহ্ও বিশ রাকায়াত হবে যাহাতে পুর্নতাদান কারী (তারাবীহ্) ও পুর্নতা অর্জন কারী অর্থাৎ দিন রাতের ফরজ ও ওয়াজিবগুলির পরিমান সমান হয়।

* এবং মোরাকেউল ফালাহ্ গ্রন্থের উদ্ধৃতাংশ "و هی عشرون رکعة" পরিপ্রেক্ষিতে আল্লামা তাহ্তাবী রহ্মাতুল্লা আলাইহ ইরশাদ করেন,

الحکمة فی تقدیرها بهذا العدد مساواة المکمل و هی السنن للمکمَّل و هی الفرائض الاعتقادیة و العملیة

অর্থাৎ :- তারাবীহ্ বিশ রাকায়াত ধার্য্য করার রহস্য হলো, পুর্নতাদান কারী অর্থাৎ সুন্নাত গুলির সংখ্যা যাতে পুর্নতা অর্জন কারী অর্থাৎ - ফরজ এতেকাদিয়া ও আমালির সংখ্যার সমান হয়।

* এবং দুররে মুখতার পৃষ্টা নং 495- এ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

و هی عشرون رکعة حکمته مساواة المکمِّل و المکمَّل

অর্থাৎ :- তারাবীহ্ হল বিশ রাকায়াত। যাহাতে পুর্নতাদান কারী (সুন্নাত) ও পুর্নতা অর্জন কারী (ফরজ ও ওয়াজিব) এর সংখ্যা সমান হয়ে যায়।

* এবং দুররে মুখতার গ্রন্থের উপরে উল্লেখিত উদ্ধৃটির পরিপ্রেক্ষিতে "নাহার" নামক গ্রন্থের সঙ্গে ফাতাওয়া শামির মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

لا یخفیٰ ان الرواتب و ان کملت ایضا الا ان هذا الشهر لمزید کما له زید فیه هذا لمکمل فتکمل

অর্থাৎ :- প্রকাশ থাকে যে, ফরজ সমূহ যদিও সম্পুর্ণ ও অক্ষত।

তথাপি পবিত্র রমজান মাসে তার অধিক মর্যাদার দরুন, এই পুর্নতাদান কারী অর্থাৎ বিশ রাকায়াত তারাবীহ্কে বৃদ্ধি করা হয়েছে। যাতে তা পুর্নতার চরম শিখরে উন্নিত হয়।

তারাবীহ্ প্রসঙ্গে গায়ের মুকাল্লিদের দলিল সমূহ-এর সঠিক ব্যাখ্যা

প্রচলিত আহ্লে হাদিস গায়ের মুকাল্লিদ আট রাকায়াত তারাবীহ্ প্রসঙ্গে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্য কিছু দলীল পেশ করে থাকে।কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যদি সেই দলীল গুলির পর্যবেক্ষন করা হয় তাহলে প্রমান হয় যে, তারা হয়তো এ প্রসঙ্গে কোনো যয়ীফ ও দুর্বল হাদিস পেশ করেছে, নচেত সেই হাদিস-এর ব্যাখ্যা ও প্রসঙ্গ উপলব্ধি করতে ত্রুটি করেছে। যেমন তাদের আট রাকায়াত তারাবীহ্ প্রসঙ্গে সবথেকে বড় দলিল হল, বোখারী শরীফ প্রথম খন্ডের নিম্নে সংকলিত হাদিসটি,

عن ابی سلمة ابن عبد الرحمٰن انه سأل عائشة کیف کانت صلوة رسول اللّٰه ﷺ فی رمضان فقالت ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیره علی احدیٰ عشرة رکعةً ﴿ رواه البخاری و اللفظ له و المسلم و الترمزی ﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত আবু সালমা বিন আব্দুর রাহ্মান রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্নিত। তিনি হাযরাত আয়েশা রাদীআল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, নাবী পাক আলাইহিস সালাত ওয়াস সালাম-এর নামাজ

রমজান মাসে কিভাবে ছিল ? তিনি উত্তরে বল্লেন, নাবী পাক আলাইহিস সালাত ওয়াস সালাম রমজান ও অন্যান্য মাসে এগারো রাকায়াতের অধিক নামাজ আদায় করতেন না।
(বোখারী শরীফ প্রথম খন্ড পৃষ্টা নং 154 কেতাবুত তাহাজ্জুদ ,, মুসলিম শারীফ হাদীস নং 1757, সালাতিল লাইল ও আদাদ রাকায়াত,, তিরমিজী শারীফ হাদীস নং 441, ফি ওয়াসফে সালাতিন নাবী ﷺ বিল লাইল)

প্রিয় পাঠক! উক্ত হাদীসকে যদি ভালোভাবে পর্যবেক্ষন করা যায় তাহলে প্রমান হয়ে যায় যে, এ হাদীস তারাবীহ্ প্রসঙ্গে বর্নিত হয়নি। বরং মোহাদ্দেসীনে কেরাম ও ফাকীহ গন বলেন, উক্ত হাদিসটি বর্নিত হয়েছে তাহাজ্জুদ প্রসঙ্গে। উক্ত কারনেই ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম রাহ্মাতুল্লাহ আলাইহিমা সংকলিত হাদীসকে নিজ নিজ গ্রন্থে **Book of Tahajjud** (তাহাজ্জুদ কিতাবে) - এ লিপিবদ্ধ করেছেন।

এবং বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার ইমাম শাহাবুদ্দিন আহ্মাদ কুসতুলানী রাহ্মাতুল্লাহ আলাইহ্ বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ " ইরশাদুস সারী " তে তিনি উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইরশাদ করেন,

و اما قول عائشة الا تى فى هذا الباب ان شاء اللّٰه تعالىٰ ما كان النبى ﷺ يزيد فى رمضان و لا فى غيره على احدىٰ عشرة ركعة فحمله اصحابنا على الوتر

অর্থাৎ :- হাযরাত আয়েশা রাদীআল্লাহু আনহার হাদীস " নাবী পাক আলাইহিস সালাাত ওয়াস সালাম রমজান ও অন্যান্য মাসে এগারো রাকায়াতের অধিক নামাজ আদায় করতেন না " (তাহাজ্জুদ ও) বিত্র নামাজ প্রসঙ্গে বর্নিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : উক্ত হাদীস কে যদি তারাবীহ্ প্রসঙ্গে মান্য করা যায় তাহলে, এটাও মানতে হবে যে, তারাবীহ নামাজ সারা বছর সুন্নাত সুধু রমজান মাসে না। কারণ উক্ত হাদীসে রমজান মাস ও অন্যান্য মাসেও এগারো রাকায়াত নামাজ আদায় করার কথা বলা হয়েছে। আর এটা কখনও হতে পারেনা। কারন গায়ের মুকাল্লিদরাও মানে যে, তারাবীহ্ নামাজ সুধু রমজান মাসেই সুন্নাত অন্যান্য মাসে নয়। সুতরাং মানতেই হবে যে, হাযরাত আয়েশা সিদ্দিকা রাদীআল্লাহু আনহা যেই নামাজের প্রসঙ্গে বর্ননা দিচ্ছেন সেটা তারাবীহ্ প্রসঙ্গে না বরং তাহাজ্জুদ ও বিত্র প্রসঙ্গে।

তৃতীয়ত : হাযরাত আয়েশা রাদীআল্লাহু আনহার জীবদ্দশায় মসজিদে নববীতে বহুদিন ধরে বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ আদায় করা হত/ সাহাবাগন আদা করতেন। কিন্তু কখনও তিনি বিশ রাকাত তারাবীহ্কে নিষেধ করেন নি। যদি সুন্নাত আট রাকায়াতই হত তাহলে, তিনি বিশ রাকায়াত তারাবীহ্কে নিশ্চয়ই নিষেধ করতেন সুন্নাতের খেলাফ হওয়ার কারণে। সুতরাং এখানেও প্রমান হয় যে, তিনার এগারো রাকায়াতের বর্ণনা তাহাজ্জুদ ও বিত্র প্রসঙ্গে ছিল।

চতুর্থত : যখন হাযরাত উমার রাদীআল্লাহু আনহু মসজিদে নাবাবীতে বিশ রাকায়াতের সহিত পুনরায় তারাবীহ্র জামাত চালু করলেন তখন অসংখ্য সাহাবায়েকেরাম উপস্থিত ছিলেন যাদের মধ্যে অবশ্যই সেই সাহাবাগনও ছিলেন যাহারা নাবী কারীম আলাইহিস সালামের সহিত দুই বা তিন দিন তারাবীহ্ আদায় করেছেন অথবা হাযরাত আয়েশা সিদ্দিকা রাদীআল্লাহু আনহার হাদীস শ্রবন করেছেন। যদি বিশ রাকায়াত সঠিক না হত বা সুন্নাতের খেলাফ হত তাহলে সেই সাহাবাগন নিশ্চয়ই বিশ রাকাত তারাবীহ্-এর বিরোধিতা করতেন যেভাবে বর্তমান যুগের আহ্লে - হাদিসরা বিরোধিতা করে। কিন্তু সাহাবাগন বিরোধিতা না করে সবাই বিশ রাকায়াতকেই নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করে গেছেন যা আমাদেরকেও করা উচিত।

পঞ্চমত : উক্ত হাদীস শরীফকে যদি তারাবীহ্ প্রসঙ্গে মান্য করা হয়, তাহলে গায়ের মুকাল্লিদদের তারাবীহ্ আট রাকায়াত প্রমাণিত হবেনা বরং দশ রাকায়াত হবে। কারন তারা বিত্‌র নামাজ এক রাকায়াত আদায় করে থাকে। আর হাদীস শরীফে এগারো রাকায়াত বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ এক রাকায়াত বিত্‌র ও দশ রাকায়াত তারাবীহ্। কিন্তু তারা দশ রাকায়াত তারাবীহ্ মানতে কোন দিনেই রাজি হবে না। সুতরাং প্রমাণিত যে, উক্ত হাদীসকে তাদের আট রাকায়াত-এর দলিল রুপে ব্যবহার করা সঠিক নয়।

প্রশ্ন :- হাযরাত ইমাম মালিক রাহ্‌মাতুল্লাহ্ আলাইহ্ হাযরাত সাইব বিন ইয়াজিদ রাদীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন,

انـه قـال امـر عـمربن الخطاب ابى بن كعب و تميم الدارى ان يقوم للناس باحدىٰ عشرة ركعةً

অর্থাৎ :- তিনি বলেন, হাযরাত উমার রাদীআল্লাহু আনহু হাযরাত উবাই বিন কাআব ও তামীম দারী রাদীআল্লাহু আনহুমাকে মুসলমানদের এগারো রাকায়াত নামাজ পড়ানোর আদেশ দিয়েছেন।
(মোআত্তা ইমাম মালিক)

উত্তর :- ১) উক্ত হাদীসটি তাদের জন্য দলীল হতে পারে না। কারন উক্ত হাদীস থেকে তিন রাকায়াত বিত্‌র প্রমানিত হয় অথচ তারা এক রাকায়াত বিত্‌র আদায় করে। সুতরাং হাদীসের এক অংশকে মানা ও অপর অংশকে অস্বিকার করা বুদ্ধি জীবি ব্যক্তিদের কাজ নয়।

দ্বিতীয়ত : উক্ত হাদীসের বর্ণনা কারী হলেন মোহাম্মাদ বিন ইউসুফ এবং তাঁর বর্ণনা গুলিতে খুব মতবিরোধ রয়েছে। কারন মোআত্তা ইমাম মালিকের এই বর্ণনায় এগারো রাকায়াত বর্ণিত হয়েছে। আর মোহাম্মাদ বিন নাসার মারুজী তিনার বর্ণিত হাদীস থেকেই তেরো রাকায়াত সংকলন করেছেন। এবং মোহাদ্দিস আব্দুর রাজ্জাক তিনার

কাছ থেকে একুশ রাকায়াত বর্ণনা করেছেন। (এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানতে ফাতহুল বারী ৪র্থ খন্ড 180 মিসরী দেখুন) সুতরাং এ প্রসঙ্গে মোহাম্মাদ বিন ইউসুফ-এর বর্ণনা ভরসাযোগ্য না এবং তার বর্ণনা দ্বারা আট রাকায়াতের উপর দলীল স্থাপন করাও সঠিক হবে না।

তৃতীয়ত : হাযরাত উমার রাদীআল্লাহু আনহুর খেলাফত কালে প্রথমে আট রাকায়াত এর আদেশ হয়েছিল তার পর বারো রাকায়াত এবং শেষে কুড়ি রাকায়াত। আর বিশ রাকায়াত এর উপরই সমস্ত সাহাবা কেরামের ইজমা অর্থাৎ সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত হয়েছে। যেমন সেই মোআত্তা ইমাম মালিকে হাযরাত আরাজ রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত একটি লম্বা হাদীসের শেষে বলা হয়েছে।

و كـان الـقـارى يقرأ سورة البقرة فى ثمان ركعات و اذا قام بها فى تنثى عشرة ركعةً راىٔ الناس انه قدحفف ﴿ رواه المالک فى المؤطا باب الترغيب فى الصلوة فى رمضان ﴾

অর্থাৎ :- তেলাওয়াত কারী আট রাকায়াত সুরা বাকারার তেলাওয়াত করতেন, অতঃপর যখন বারো রাকায়াতের জন্য দাড়াতেন মুক্তাদিগন মনে করতেন তাদের প্রতি আসান করা হয়েছে।
(মোআত্তা ইমাম মালিক হাদীস নং 253 বাইরুত)

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত ভাষ্যকার হাযরাত মুল্লা আলী কারী রাহ্‌মাতুল্লাহ্ আলাই মিরকাত শারহে মিশকাতে ইরশাদ করেন,

ثبت العشرون فى زمان عمر و فِي المؤطا روايتة باحد عشرة و جـمـع بيـنهـمـا انـه وقع اولا ثم استقر الامر على العشرين فانه المتوارث

অর্থাৎ :- বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ হাযরাত উমার রাদীআল্লাহু আনহুর খেলাফত কালে প্রমাণিত। আর মোআত্তা-এ এগারো রাকায়াত বর্ণিত হয়েছে। উক্ত দুই বর্ণনার ব্যাখ্যা হল, প্রথমে আট রাকায়াতের উপর আমল হয়েছে অতঃপর বিশ রাকায়াতের উপর তারাবীহ্ প্রতিষ্ঠিত থেকেছে। কারন বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ হল ধারা বাহিক ভাবে প্রচলিত নিয়ম।

ব্যাখ্যা :- উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা পরিস্কার যে, আট রাকায়াত-এর উপর যদিও কিছু দিন আমল করা হয়েছিল কিন্তু হাযরাত উমার রাদীআল্লাহু আনহুর খেলাফত কালেই তার উপর আমল রহিত ও বন্ধ করে বিশ রাকায়াতের আদেশ করা হয়েছে এবং সমস্ত সাহাবাগন সর্ব সম্মতী ক্রমে বিশ রাকায়াত কে বাস্তবায়ন করেছেন। সুতরাং বর্তমান যুগে সেই রহিত আমলকে পুনরায় বাস্তবায়ন করা সাহাবায়ে কেরামদের বিরোধিতা ও নিজের মুর্খামির প্রমান ছাড়া আর কিছু না।

আমরা কার অনুসরন করবো ?

প্রিয় পাঠক মন্ডলী! পূর্বের অধ্যায় গুলীকে অধ্যায়ন করে নিশ্চয় আপনারা অবগত হয়েছেন যে, নাবীয়ে আকরাম আলাইহিস সালাত ওয়াস সালাম, সাহাবা কেরাম বিশেষতঃ খোলাফায়ে রাশেদীন রাদীআল্লাহু আনহুম, তাবেয়ীনে এজাম ও তাবে তাবেয়ীনে কেরাম রাদীআল্লাহু আনহুম বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ নামাজ আদায় করেছেন। এমনকি সিহাহে সিত্তা ও অসংখ্য বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেসীন ও সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরাম-এর ও মত ও পথ হল বিশ রাকায়াত তারাবীহ্।

কিন্তু নতুন ফিরকা আহলে হাদীস ও ওহাবীদের মত ও পথ হল তারাবীহ্ নামাজ আট রাকায়াত এবং বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ হল বিদ্আত যার পালন কারী হল জাহান্নামী।(কারন তারা বিদ্আতের প্রকার মানে না)

এবার প্রশ্ন হল, এই ফেতনা বহুল পারিস্থিতে তারাবীহ্ প্রসঙ্গে আমরা কার অনুসরন করবো ? সাহাবীদের অনুসরন করবো না ওহাবীদের ? হাযরাত উমার ফরুক, হাযরাত উসমান গানী ও হাযরাত আলী রাদীআল্লাহু আনহুমকে মেনে ইসলামী জীবন অতিবাহিত করবো না বর্তমান যুগের মোহাম্মাদী, আহলে হাদীস ও ওহাবীদেরকে মেনে ?।

আসুন অন্য দিকে না গিয়ে নাবী পাক আলাইহিস সালাত ওয়াস সালামের হাদীস শরীফকে সামনে রেখে এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করা যাক। ১) নাবী পাক আলাইহিস সালাত ওয়াস সালাম আজ থেকে প্রায় ১৫০০ শত বছর পূর্বে ইরশাদ করেন,

ستـرون مـن بـعدى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتى و سنة الخلفاء الـراشـديـن الـمهـديـيـن عـضـوا عـليهـا بـالنواجذو ايـاكم و الامورالمحدثات فان كل بدعة ضلالة ﴿ رواه ابن ماجه و الـتـرمـزى و ابـو داؤد و احمد فى المسند و البغوى فى شرح السـنة و البيهـقـى فـى السـنـن الـكبـرىٰ و ابـن كثير فى جـامع السانيد و السنن و اللفظ لابن ماجه ﴾

অর্থাৎ :- আমার অফাতের পরে তোমরা খুব বেশি ঝগড়া ও অনৈক্যতা প্রত্যক্ষ করবে। সুতরাং (সেই সময়) তোমাদের উপর জরুরী হল, আমার ও খোলাফায়ে রাশেদীন-এর সুন্নাতকে পালন কারা। এটাকে

নিজের দাঁত দ্বারা মজবুতির সহিত ধরে রাখিও। আর বেচে থেকে নতুন কর্মগুলি থেকে, কারন (ইসলাম বিরোধী) প্রতিটি নতুন কর্ম হল গুমরাহী। (ইবনে মাজা শরীফ পৃষ্টা নং 5,, তিরমিজী শরীফ ২য় খন্ড পৃষ্টা নং 92,, আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং 4607,, মুসনাদ আহমাদ হাদীস নং 17275,, বাইহাকী সুনানুল কুবরা,, শারহুস সুন্নাহ্ হাদীস নং 102)

সংকলিত হাদীস শরীফ হতে দিবালোকের ন্যায় প্রমান হয় যে, নাবী পাক আলাইহিস সালাম এর হাদীস অনুযায়ী ফিতনা-ফাসাদ ও অনৈক্যতার সময় মুসলমানদের উচিত ও প্রয়োজন তাঁর খোলাফায়ে রাশেদীন তথা হাযরাত আবু বাক্‌র, হাযরাত উসমান, হাযরাত উমার ও হাযরাত আলী রাদীআল্লাহু আনহুম-এর সুন্নাতের উপর অটল ও প্রতিষ্ঠিত থাকা। সুতরাং বর্তমান এই ফেতনা বহুল পরিস্থিতিতে তারাবীহ্ প্রসঙ্গে খোলাফায়ে রাশেদীন-এর সুন্নাত-এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকাই হল নাজাতের এক মাত্র পথ। আর পূর্বেই আমি প্রমান করেছি যে, খোলাফায়ে রাশেদীন-এর সুন্নাত হল বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ আট রাকায়াত তারাবীহ্ নয়।

২) অন্য এক হাদীস শরীফে নাবীয়ে কায়েনাত আলাইহিস সালাত ওয়াস সালাম ইরশাদ করেন,

تفترق امتى على ثلاث و سبعين ملة كلهم فى النار الا ملة واحدة قالوامن هى يا رسول اللّه ﷺ قال ما انا عليه و اصحابى ﴿ رواه الترمزى فى السنن و قال هذا حديث حسن ﴾

অর্থাৎ :- আমার উম্মত তিহাত্তরটি দলে বিভক্ত হবে। তন্মধ্যে একটি দল ব্যাতিত সব দল জাহান্নামের অধিকারী। সাহাবাগন জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলল্লাহ্ ! সেই জান্নাতী দলটি কারা হবেন ? উত্তরে নাবী

মুস্তাফা আলাইহিস স্বালাত ওয়াস সালাম ইরশাদ করেন, (জান্নাতী দল হল) আমার ও আমার সাহাবীদের পথ ও মত অবলম্বনকারী।

ইমাম তিরমিজী আলাইহির রাহ্‌মা বলেন উক্ত হাদীসটি হল হাসান।

(তিরমিজী দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্টা নং 93 বাবো ইফতেরাকি হা'জেহিল উম্মাহ)

উক্ত হাদীস শরীফের অধ্যায়ন আমাদের জ্ঞাত করে, জাহান্নাম হতে পরিত্রান পাওয়ার একমাত্র রাস্তা হল নাবী করীম আলাইহিস সালাম ও তার প্রিয় সাহাবাগনের সুন্নাত অবলম্বন করে জীবন অতিবাহীত করা। সুতরাং আহ্‌লে হাদীসেরা এই উক্তি বলেও পার পাবেনা যে, নাবী পাক আলাইহিস সালামের সুন্নাত হল আট রাকায়াত তারাবীহ্ (যদিও তাদের এই উক্তি আমি আগেই ভুল প্রমান করেছি) আর বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ হল হাযরাত উমার ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম রাদীআল্লাহু আনহুম-এর সুন্নাত ও আমল। কারণ জান্নাতী দলে প্রবেশ করতে হলে বিশ রাকায়াত তারাবীহ্-এর প্রয়োজন। কারন আট রাকায়াত আদায় করলে শুধু নাবী করীম আলাইহিস সালামের সুন্নাতকে অবলম্বন করা হচ্ছে সাহাবীদের সুন্নাতকে না। কারন আট রাকায়াতের মধ্যে বিশ রাকায়াত কখনও প্রমাণিত নয় অথচ নাবী পাক আলাইহিস সালাম বলেন, জান্নাতী দলে প্রবেশ হতে হলে উভয় সুন্নাতের উপর আমল করতে হবে যা সুধু বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ দ্বারা সম্ভব কারন বিশ রাকায়াতের মধ্যে আট রাকায়াতও নিহিত ও প্রমাণিত। সুতরাং বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ আদায় করলে নাবী পাক আলাইহিস সালাম ও সাহাবা কেরাম উভয় সুন্নাতের উপর আমল হবে।

৩) অন্য এক হাদীস শরীফে নাবী করীম আলাইহিস সালাত ওয়াস সালাম ইরশাদ করেন,

عليكم بالجماعة والعامة ﴿ رواه احمد و مشكوة شريف اول ص- ৩০ ﴾

অর্থাৎ :- তোমরা বড় দলকে নিজের উপর জরুরী করে নাও। (মুসনাদ আহ্মাদ, মিশকাত শরীফ প্রথম খন্ড পৃষ্টা নং 30)

দ্বিতীয় হাদীস শরীফে তিনি ইরশাদ করেন,

اتبعوا السواد الاعظم فانه من شَذَّ شُذَّ فی النار ﴿رواه ابن ماجه من حديث انس،، مستدرک للحاکم حديث ۳۹ ،، مشکوة جلد اول ص - ۳۰﴾

অর্থাৎ :- তোমরা (মুসলমানদের) সংখ্যাগরিষ্ঠ দল-এর অনুসরন করে। কারন যে ব্যাক্তি সংখ্যা গরিষ্ঠ দল ও মত হতে আলাদা হবে, তাকে পৃথক করে জাহান্নামে প্রবেশ করা হবে।
(ইবনে মাজা শরীফ,, মুসতাদরাক শরীফ হাদীস নং 39,, মিশকাত শরীফ প্রথম খন্ড পৃষ্টা নং 30)

উল্লেখিত হাদীসদ্বয়ের অধ্যায়ন দ্বারা আপনারা নিশ্চয়ই জ্ঞাত হয়েছেন যে, নাবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয় সাল্লাম আমাদেরকে সর্বদা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের মত ও পথকে অনুস্বরন করার আদেশ প্রদান করেছেন ও জাহান্নাম হতে পরিত্রান পাওয়ার একমাত্র পথ নির্ণয় করেছেন।

আর তারাবীহ্-এর রাকাত প্রসঙ্গে ইমাম তিরমিজী আলাইহির রাহমা ইরশাদ করেন,

و اکثر اهل العلم علی ماروی عن علی و عمر و غیرهما من اصحاب النبی ﷺ عشرین رکعة و هو قول سفیان الثوری و ابن المبارک و الشافعی و قال الشافعی هٰکذا ادرکت ﴿ترمزی جلد اول باب ماجاء فی قیام شهر رمضان﴾

অর্থাৎ :- সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমগনের মত ও পথ হল তার উপর যা বর্ণিত হয়েছে হাযরাত আলী, হাযরাত উমার ও নাবী পাক আলাইহিস সালাত ওয়াস সালামের অন্যান্য সাহাবা কেরাম রাদীআল্লাহু আনহুম হতে (অর্থাৎ তারাবীহ্ হল) বিশ রাকায়াত । আর এটাই মত প্রকাশ করেছেন ইমাম সুাফিয়ান সাউরী, ইমাম ইবনে মুবারাক ও ইমাম শাফেয়ী (রাহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহিম)। ইমাম শাফেয়ী বলেন এভাবেই আমি আমাদের পবিত্র মক্কা শহরে মুসলমানদেরকে বিশ রাকায়াত তারাবীহ্ আদায় করতে প্রত্যক্ষ করেছি।
(তিরমিজী শরীফ প্রথম খন্ড পৃষ্টা নং 99)

এছাড়া পূর্বেই আমি বহু দলীল দ্বারা প্রমান করেছি যে, অধিকাংশ মোহাদ্দেসীন, মুজতাহেদীন ও আলীমগনের মত ও পথ হল তারাবীহ্ বিশ রাকায়াত। সুতরাং উপরে সংকলিত হাদীসদ্বয়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হল যে, জাহান্নাম হতে পরিত্রান পাওয়ার একমাত্র পথ হল বিশ রাকায়াত তারাবীহ্কে মেনে ও তা বাস্তবায়ন করে নিজের জীবনকে অতিবাহিত করা। কারন এটাই হল সাওয়াদে আজাম তথা সাহাবা কেরাম, তাবেয়ীনে এজাম ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মোহাদ্দেসীন ও আলীমগনের মত ও পথ।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে পথভ্রষ্ট কারী দল ও মত হতে বেঁচে থাকার ও সঠিক দল ও মত-এর অনুসরন করে জীবন অতিবাহিত করার শক্তী প্রদান করুক। আমিন বে জাহে সাইয়্যেদিল মুরসালীন আলাইহিস সালাত ওয়াস সালাম।

সালাম ও মুসাফার ফাযিলাত

عـن ابـی هريرة رضی اللّه عنه قال قال رسول اللّه ﷺ لا تدخلون الـجـنة حتـی تُؤْمِنُوْا وَلَاتُؤْمِنُوْا حتیّٰ تحابُّوْا اَوَلَا اَدُلُّكُمْ عَلیٰ شَيٍّ اذا فَعَلْتُمُوْه تَحَابَبْتُمْ ؟ اَفْشُوْا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ ﴿ رواه المسلم و ابوداؤد و الترمزی و ابن ماجه و المنذری فی الترغيب و الترهيب ﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত আবু হুরাইরা রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী পাক আলাইহিস সালাত ওয়াস সালাম ইরশাদ করেন, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারনা যতক্ষন না ঈমান এনেছ। আর মুমিন হতে পারনা যতক্ষন না এক অপরকে ভালোবেশেছ। আমি কি তোমাদেরকে এমন কর্মের সংবাদ প্রদান করবোনা যা করলে তোমরা একে অপরকে ভালোবাসবে ? নিজেদের মধ্যে সালামের খুব প্রচার কর।
(মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ড পৃষ্টা নং 54,, তিরমিজী শরীফ দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্টা নং 99 ফিস সালাম,, আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং 5193,, আত তারগীব ওয়াত তারহীব হাদীস নং 4103)

عن جابر قال قال رسول اللّه ﷺ السلام قبل الكلام ﴿ رواه البيهقی و الترمزی ﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত জাবির রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী করীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, কথা বার্তার পূর্বে সালাম।
(তিরমিজী শরীফ দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্টা নং 99 বাবুল ইস্তেজান,, বাইহাকী,, সুনানুল কুবরা)

عن البراء رضی اللّه عنه عن رسول اللّه ﷺ قال افشوا السلام تسلموا ﴿ رواه ابن حبّان فی صحيحه و المنذری فی الترغيب و الترهيب ﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত বারাআ রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নাবী পাক আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, সালামের প্রচার কর তোমরা শান্তিতে থাকবে।
(সাহীহ ইবনে হাব্বান হাদীস নং 491, আত তারগীব ওয়াত তারহীব হাদীস নং 4106)

عـن قتادة قال قلت لانس بن مالـک هل كانت المصافحة فی اصحاب رسـول اللّٰه ﷺ قال نعم ﴿ رواه البخاری و الترمزی و المنذری و قال الترمزی هذا حديث حسن صحيح ﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত কাতাদা রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন আমি হাযরাত আনাসকে জিজ্ঞাসা করলাম, নাবী আকরাম আলাইহিস স্বালাত ওয়াস সালাম-এর সাহাবাগনের মধ্যে মুসাফার প্রচলন ছিল কি ? তিনি বলেন, হ্যাঁ।
(বোখারী শারীফ হাদীস নং 6263 দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্টা নং 926, তিরমিজী শারীফ দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্টা নং 102 ফিল মুসাফা, মিশকাত শারীফ দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্টা নং 401, তারগীব ওয়াত তারহীব হাদীস নং 4138)

عـن الـبـراء بـن عـاذب رضـی الـلّٰـه عـنه قال قال رسول اللّٰه ﷺ مامن مسلمين يلتقيان فيصافحان الاغفرلهما قبل ان يتفرقا ﴿ رواه الترمزی و قال هذا حديث حسن و المنذری فی الترغيب و الترهيب ﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত বারাআ বিন আজিব রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী করীম আলাইহিস স্বালাত ওয়াস সালাম ইরশাদ করেন, যখন দুইজন মুসলমান একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাত করবে অতঃপর মুসাফা করেন, তখন তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয়ের গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হয়।

(তিরমিজী শারীফ দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্টা নং 102 ফিল মুসাফা, আত তারগীব ওয়াত তারহীব হাদীস নং 4129, মিশকাত শারীফ দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্টা নং 401)

عن عطاء الخراسانى ان رسول اللّٰه ﷺ قال تصافحوا يذهب الغِلُّ ﴿رواه الترمزى والمالک فى المؤطا و المنذرى فى الترغيب و الترهيب﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত আতা খোরাসানী রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। নিশ্চয়ই নাবী করীম আলাইহিস স্বালাত ওয়াস সালাম ইরশাদ করেন, তোমরা একে অপরের সঙ্গে মুসাফা করো। (কারন মুসাফা দ্বারা এক অপর হতে) ঘৃনা দুরীভূত হয়।

(মোআত্তা ইমাম মালিক, মিশকাত শারীফ ২য় খন্ড পৃষ্টা নং 403, তারগীব ওয়াত তারহীব হাদীস নং 4140)

عن حذيفة بن اليمان رضى اللّٰه عنه عن النبى ﷺ قال ان المؤمن اذا لقى المؤمنَ فسلم عليه واخذ بيده فصافحه تناثرت خطايا هما كما يتناثر ورق الشجر ﴿رواه الطبرانى فى الاوسط و المنذرى فى الترغيب و الترهيب و قال رواته لا اعلم فيهم مجروحاً﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত হোযাইফা বিন ইয়ামান রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। নাবী পাক আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই এক মুমিন ব্যক্তি যখন অপর মুমিন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত করে অতঃপর তার প্রতি সালাম করে এবং তার হাত ধরে মুসাফা করে তখন তাদের উভয়ের গুনাহ্ এমন ভাবে ঝরে যায় যেভবে গাছ হতে পাতা ঝরে।

(মুজামে আওসাত লি তিবরানী, তারগীব ওয়াত তারহীব হাদীস নং 4132)

সুন্নাত পদ্ধতি হল দুই হাতে মুসাফা

প্রিয় পাঠক বৃন্দ ! বর্তমান মুসলিম নামে পরিচিত ব্যক্তিদের যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে এটা ভালোভাবে প্রকাশ পায় যে, মুসাফার পদ্ধতি মানুষের মধ্যে এক নয়। কিছু মানুষ এক হাতে মুসাফা করে আর কিছু মানুষ দুই হাতে মুসাফা করে । এবার প্রশ্ন হল আমরা কোন পন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বন করবো ? এক হাতের পদ্ধতি না দুই হাতের পদ্ধতি ? । আসুন আমরা বর্তমান কে না দেখে অতীত কে লক্ষ্য করি যে, নাবী পাক আলাইহিস স্বালাত ওয়াস সালাম, সাহাবা কেরাম, তাবেয়ীন-এজাম ও তাবয়ে তাবেয়ীন রাদীআল্লাহু আনহুম কি পদ্ধতিতে মুসাফা করতেন। কারন নাবী পাক আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন,

او صيكم باصحابى ثم الذى يلونهم ثم الذى يلونهم ثم يفشو الكذب ﴿رواه الحاكم فى المستدرک و ابن ماجه و الترمزى و اللفظ له و قال الترمزى هذا حديث حسن صحيحٌ﴾

অর্থাৎ :- আমি তোমাদেরকে অসিওত করছি (অনুসরন করার) আমার সাহাবীদের তারপর তাদের; যারা আমার সাহাবীর পরে আসবেন (অর্থাৎ তাবেয়ীগনের) অতঃপর তাদের; যারা তাবেয়ীগনের পরে আসবেন (অর্থাৎ তাবয়ে তাবেয়ীগনের)। অতঃপর মিথ্যার প্রকাশ ঘটবে।
(তিরমিজী শারীফ দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্টা নং 39 বাব লজুমিল জামাত, ইবনে মাজা শারীফ হাদীস নং 2453, মুস্তাদরাক হদীস নং 387)

এবং আল্লাহ্ তাআলা সূরা আহযাব আয়াত নং ২১ এ নিজ হাবীব আলাইহিস সালাম প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন,

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة

অর্থাৎ :- নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস শারীফ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানদের উচিত নাবী পাক আলাইহিস স্বালাত ওয়াস সালামের সুন্নাত ও সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবয়ে তাবেয়ীনগনের অনুসরন করা। এবং মুসাফার পদ্ধতি প্রসঙ্গে যখন আমরা হাদীস ও আসর সমূহের পর্যালোচনা করি তখন এটা প্রমান হয় যে, নাবী পাক আলাইহিস স্বালাত ওয়াস সালাম, সাহাবা কেরাম, তাবেয়ীন ও তাবয়ে তাবেয়ীনগনের সুন্নাত পদ্ধতি ছিল দুই হাতে মুসাফা। ফলে আমীরুল মুমেনীন ফিল হাদিস হাযরাত ইমাম বোখারী রাহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহে উক্ত মন্তব্যর উপর বহু দলীল উপস্থাপন করেছেন। তিনি তার বিশ্ব বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ বোখারী শারীফের মধ্যে মুসাফা ও দুই হাত ধরে মুসাফার বর্ণনায় উক্ত বিষয়ে তিনটি হাদিস লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন,

قال ابن مسعود علمنى النبى ﷺ التشهد و كفى بين كفيه ﴿رواه البخارى فى الصحيح فى باب المصافحة و المسلم﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদীআল্লাহু আনহু বলেন, নাবী পাক আলাইহিস স্বালাত ওয়াস সালাম (মুসাফা করা কালিন) আমাকে তাশাহ্হুদের শিক্ষা প্রদান করলেন এই অবস্থায় যে, আমার এক হাতের তালু তিনার দুই হাতের তালুর মাঝে ছিল।
(বোখারী শারীফ দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্টা নং 926 মুসাফার বায়ান, মুসলিম শারীফ প্রথম খন্ড হাদীস নং 928)

عن عبدالله بن سخبرة ابو معمر قال سمعت ابن مسعود يقول علمنى رسول الله ﷺ و كفى بين كفيه التشهد ﴿رواه البخارى فى الصحيح باب الاخذ باليدين﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত আব্দুল্লাহ্ বিন সাখবেরা আবু মাআমার রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন আমি হাযরাত ইবনে মাসউদকে বলতে শুনেছি (মুসাফা করা কালিন) আমাকে নবী পাক আলাইহিস সালাম তাশাহ্হুদের শিক্ষা দান করলেন, এই অবস্থায় যে, আমার এক হাতের তালু তিনার দুই হাতের তালুর মাঝখানে ছিল।
(বোখারী শারীফ দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্টা নং 926 দুই হাত ধরে মুসাফার বর্ণনা)

প্রিয় পাঠক বৃন্দ ! উপরোক্ত হাদীসদ্বয় হতে পরিস্কার ভাবে প্রমান হয় যে, নাবী পাক আলাইহিস সালাম-এর সুন্নাত হল দুই হাতে মুসাফা করা এক হাতে নয়। হাযরাত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদীআল্লাহু আনহু নাবী পাক আলাইহিস সালামের সঙ্গে মুসাফা করার বর্ণনা দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন, মুসাফা করার অবস্থায় আমার হাতের তালু তিনার দুই হাতের তালুর মাঝে ছিল। আর যতক্ষন না কেউ দুই হাতে মুসাফা করেছে ততক্ষন তার প্রসঙ্গে "তিনার দুই হাতের তালুর মাঝে ছিল" বলা কখনও সম্ভব হবে না।

উক্ত হাদীস থেকে আরও প্রতিয়মান হয় যে, সাহাবায়ে কেরামগনের সুন্নাত হল দুই হাতে মুসাফা। কারন এটা হতে পারে না যে, নবী পাক

আলাইহিস সালাম দুই হাতে মুসাফা করবেন আর আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ এক হাতে। কারণ একজন সাহাবী কখনও নাবী পাক আলাইহিস সালাম-এর বিপক্ষে ও বিপরিত করতে পারে না।

কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, এখানে হাযরাত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ-এর সুধু একটাই হাত মাঝে ছিল বলা হয়েছে। উক্ত প্রশ্নের উত্তর হবে, দুই হাতে মুসাফা করার সময় একজন মানুসের একটাই হাত অপর জনের দুই হাতের মাঝে থাকে দুই হাত নয় নচেত উভয় ব্যাক্তির মুসাফা পদ্ধতি আলাদা আলাদা হয়ে যাবে। যা দুই হাতে মুসাফার সময় হয় না।

আবার কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে যে, উক্ত হাদীস দ্বারা মুসাফা করার প্রমান হয় না বরং হাত ধরে শিক্ষা প্রদান-এর প্রমান হয়। তার উত্তর হবে, প্রথমত মুসাফাতেও হাত ধরা হয় পাঁ না। দ্বিতীয়ত উক্ত হাদীস শারীফ দ্বারা যদি মুসাফার প্রমান না হত তাহলে, ইমাম বোখারী রাদীআল্লাহু আনহু যিনি আজকের মোলবী, নায়ক ও খলনায়ক অপেক্ষা লক্ষগুন বেশি জ্ঞানি ছিলেন তিনি কখনও উক্ত হাদীসকে মুসাফার বর্ণনায় লিপিবদ্ধ করতেন না।

তাবেয়ীন ও তাবয়ে
তাবেয়ীগনের সুন্নাত পদ্ধতি হল দুই হাতে মুসাফা

পূর্বের অধ্যায়ে যে ভাবে প্রমান হল যে, নবী পাক আলাইহিস সালাম ও তার প্রিয় সাহাবাগনের সুন্নাত হল দুই হাতে মুসাফা। তেমনি তাবেয়ী ও তাবয়ে তাবেয়ীগনের আমল দ্বারাও প্রমান হয় যে, মুসাফার পদ্ধতি হল দুই হাতে। যার প্রমান নিচে প্রদত্ত হল,

صافح حماد بن زيد ابن المبارک بيديه ﴿ رواه البخارى فى الصحيح باب الاخذ باليدين و العسقلانى فى فتح البارى ﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত হাম্মাদ বিন যায়েদ রাদীআল্লাহু আনহু হাযরাত আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক রাহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহের সঙ্গে নিজের দুই হাত দ্বারা মুসাফা করলেন।
(বোখারী শারীফ দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্টা নং 926 দুই হাত ধরে মুসাফার বর্ণনা,, ফাতহুল বারী ৩য় খন্ড পৃষ্টা নং 65)

عن اسحاق بن احمد بن خلف قال سمعت محمد بن اسماعيل البخارى يقول سمع ابى من مالک و رائ حماد بن زيد يصافح ابن المبارک بکلتا يديه ﴿ رواه البخارى فى التاريخ و العسقلانى فى فتح البارى باب الاخذ باليدين ﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত ইসহাক বিন আহ্মাদ বিন খালফ বলেন, আমি হাযরাত মোহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বোখারীকে বলতে সুনেছি যে, আমার পিতা হাযরাত মালিক রাদীআল্লাহু আনহুর কাছে সুনেছেন যে, তিনি হাযরাত হাম্মাদ রাদীআল্লাহু আনহুকে হাযরাত আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারাক রাহ্মাতুল্লাহ্

আলাইহের সঙ্গে নিজের দুই হাত দ্বারা মুসাফা করতে প্রত্যক্ষ করেছেন। (আত তারীখ লিল বোখারী, ফাতহুল বারী ৩ম খন্ড পৃষ্টা নং 65 দুই হাতে মুসাফার বর্ণনা)

عن ابى اسماعيل ابن ابراهيم قال رأيت حماد بن زيد و جاء ه ابن المبارک بمكة فصافحه بكلتا يديه ﴿رواه البخارى فى التاريخ و العسقلانى فى فتح البارى باب الاخذ باليدين﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত আবু ইসমাঈল বিন ইব্রাহীম রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি প্রত্যক্ষ করলাম যে, মক্কা শারীফে হাযরাত হাম্মাদ বিন যায়েদ রাদীআল্লাহু আনহুর কাছে হাযরাত আব্দুল্লাহ্ বিন মোবারাক রাহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহে আসলেন, অতঃপর তিনি হাযরাত হাম্মাদের সঙ্গে নিজের উভয় হাত দ্বারা মুসাফা করলেন।
(তারীখ লি বোখারী, ফাতহুল বারী ৩য় খন্ড পৃষ্টা নং 65 দুই হাতে ধরে মুসাফার বর্ণনা)

ব্যাখ্যা :- উল্লেখিত তিনটি উদ্ধৃতী ও হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট যে, হাযরাত হাম্মাদ রাদীআল্লাহু আনহু যিনি একজন বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত মুজতাহিদ, মোহাদ্দিস ও মোহাক্কিক তাবেয়ী এবং হাযরাত আব্দুল্লাহ্ বিন মোবারাক রাদীআল্লাহু আনহু যিনি হলেন একজন প্রসিদ্ধ ও গ্রহণ যোগ্য ইমাম, হাফিজে ইসলাম, মোহাদ্দিস ও ফিকাহ্ শাস্ত্রের মহাপন্ডিত তাবয়ে তাবেয়ী ব্যাক্তি তিনারা উভয়ই যখন এক অপরের সঙ্গে সাক্ষাত ও মুসাফা করতেন তখন নিজের দুই হাত দ্বারাই মুসাফা করতেন। সুতরাং তাবেয়ী ও তাবয়ে তাবেয়ীর সুন্নাত দ্বারা দুই হাতে মুসাফা প্রমানিত ও প্রতিষ্ঠিত।

এবার কেউ যদি বলে যে, আমি উনাদের কর্মকে শরিয়তের কোন কর্মের দলীল রুপে মানতে রাজি নই বা তাদের কর্ম দ্বারা ইসলামের কোন কাজ প্রমানিত হবে না। তার উত্তর হবে,

প্রথমত : নবী পাক আলাইহিস সালাম নিজের উম্মতকে অসিয়ত করে গেছেন তাঁর সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবয়ে তাবেয়ীগনের অনুসরন করে জীবন অতিবাহিত করার। (যা আগেই আমি সিহাহে সিত্তা হতে প্রমান করেছি) এবং ইনারা হলেন, প্রসিদ্ধ, বিশ্বস্ত ও জ্ঞানী তাবেয়ী ও তাবয়ে তাবেয়ী। সুতরাং ইনাদের অনুসরন করা মানেই হল নবী পাক আলাইহিস সালাম-এর হাদীস ও অসিয়তের উপর আমল করা। আর ইনাদের কর্মকে গ্রহন না করার অর্থ দাড়াবে নবী পাক আলাইহিস সালাম-এর হাদীস ও অসিয়তকে অমান্য করা।

দ্বিতীয়ত : যদি তাবেয়ী ও তাবয়ে তাবেয়ীগনের কর্মকে শরিয়তের কোনো কাজের দলীল রুপে পেশ করা বৈধ না হত তাহলে, হাদীস শাস্ত্রের সর্বাধিক মর্যাদা প্রাপ্ত গ্রন্থ বোখারী শরিফে ইমাম বোখারী রাহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহ্ কখনও উক্ত উদ্ধৃতী গুলিকে দলীল রুপে পেশ করতেন না।

প্রিয় পাঠক বৃন্দ ! পুর্বের অধ্যায় দুটি অধ্যায়ন করে আপনারা নিশ্চয়ই জ্ঞাত হলেন যে, মুসাফার সুন্নাত তারীকা হল দুই হাতে এক হাতে না। সুতরাং সমস্ত মুসলমানকে দুই হাতেই মুসাফা করা উচিত। যা পরবর্তিকালে বিশ্বস্ত উলামায়ে কেরাম ও মোহাদ্দেসীনে এজামগনও মত প্রকাশ করেছেন। যেমন,

বাদশাহ্ আলামগীর আলাইহির রাহ্মার যুগে কমবেশি পাঁচ শত ভরসাযোগ্য উলামায়ে কেরাম-এর মতে রচিত ফিকাহ্ শাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ ফাতাওয়ায়ে আলামগিরী কেতাবুল কারাহিয়াত 5ম খন্ড পৃষ্টা নং 369-এ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

يجوز المصافحة و السنة فيها ان يضع يديه على يديه من غير حائل من ثوب او غيره ﴿فتاوى هنديه كتاب الكراهية الباب الثامن و العشرون﴾

অর্থাৎ :- মুসাফা করা হল জায়েজ এবং মুসাফার সুন্নাত পদ্ধতি হল (এক ব্যাক্তি) নিজের উভয় হাতকে (অপর ব্যাক্তির) উভয় হাতের উপর এই ভাবে রাখবে যেন মাঝে কোনো কাপড় ইত্যাদি আড় না হয়।

হাশিয়া কানজুদ দাকাইক ও বিখ্যাত ফিকাহ্ গ্রন্থ দুর্রুল মুখতার দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্টা নং 244-এ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

السنة فی المصافحة بکلتا یدیه ﴿ درالمختار کتاب الحظر والاباحة باب الاستبراء جلد دوم ص ـ ۲۴۴ ﴾

অর্থাৎ :- দুই হাতে মুসাফা করা হল সুন্নাত।

রাদ্দুল মুহতার কিতাবুল হাজারে ওয়াল ইবাহাত 5ম খন্ড পৃষ্টা নং 244 বাইরুত থেকে ছাপানো গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

السنة ان تکون بکلتا یدیه ﴿ ردالمحتار کتاب الحظر والاباحة باب الاستبراء لبیروت ﴾

অর্থাৎ :- সুন্নাত পদ্ধতি হল, নিজের উভয় হাতে মুসাফা করা।

জামেউর রমুজ তৃতীয় খন্ড পৃষ্টা নং 316 ইরান থেকে ছাপানো গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

السنة فیها ان تکون بکلتا یدیه کما فی المنیة ﴿ جامع الرموز کتاب الکراهیة مکتبة اسلامیه ایران جلد ۳ ص ـ ۳۱۶ ﴾

অর্থাৎ :- মুসাফার সুন্নাত পদ্ধতি হল, নিজের উভয় হাতে করা।

মাজমাউল আনহার 2য় খন্ড পৃষ্টা নং 541 এ আল্লামা শাইখ জাদা কাজী রুমি ইরশাদ করেন,

السنة فی المصافحة بکلتا یدیه ﴿ مجمع الانهر شرح ملتقی الابحر کتاب الکراهیة فصل فی احکام النظر (بیروت) ﴾

অর্থাৎ :- মুসাফার সুন্নাত পদ্ধতি হল নিজের উভয় হাত দ্বারা মুসাফাহ্ করা।

* উমদাতুল মোহাক্কেকীন, প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত মোহাদ্দিস হাযরাত আল্লামা শাহ্ আব্দুল হাক মোহাদ্দিস দেহেলবী রাহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহে মিশকাত শারিফের ব্যাখ্যায় ইরশাদ করেন,

مصافحة سنت ست نزد ملاقات و بابید بهر دو دست بود

অর্থাৎ :- সাক্ষাতের সময় মুসাফা করা সুন্নাত। আর মুসাফা উভয় হাত দ্বারা করা উচিত।
(আশআতুল লামআত শারহে মিশকাত 4র্থ খন্ড পৃষ্টা নং 20)

এক হাতে মুসাফায় উল্লেখিত দলীল সমুহের সঠিক ব্যাখ্যা

প্রিয় পাঠক বৃন্দ ! দুই হাতে মুসাফা সুন্নাত ও হাদীস শরীফ হতে প্রমানিত তা আপনারা পুর্বের অধ্যায় হতে নিশ্চয়ই অবগত হয়েছেন। কিন্তু কিছু ব্যাক্তি এক হাতে মুসাফা করেন এবং দুই হাতে মুসাফাকে বিদআত বলে আখ্যায়িত করে থাকেন এবং নিজের এই কর্মের ও মন্তব্যের উপর তারা কিছু দলীল পেশ করে থাকেন। আসুন তাদের সেই দলীলগুলিকে একটু পর্যবেক্ষন করে দেখি যে, সত্যি কি সেই দলীলগুলি থেকে এক হাতে মুসাফার প্রমান পাওয়া যায় ? এবং সেই দলীলগুলির ভিত্তিতে দুই হাতে মুসাফার দলীলগুলিকে অমান্য করা যেতে পারে ?।

* এক হাতে মুসাফার দলীল রুপে তারা মূলত নিম্নের হাদীসগুলি পেশ করে থাকেন।

عن ابن مسعود عن النبی ﷺ قال من تمام التحیة الاخذُ بالید ﴿رواه الترمزی والمنذری فی الترغیب و الترهیب وقال الترمزی هذا حدیث غَرِیبٌ لانعرفه الامن هذا﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। নাবী পাক আলাইহিস স্বালাত ওয়াস সালাম ইরশাদ করেন, সালামের সম্পুর্নতা হল হাত ধরা।
(তিরমিজী শারীফ দ্বিতীয় খন্ড হাদীস নং 2949 বাব মা জা'আ ফিল মুসাফা,, আত তারগীব ওয়াত তারহীব হাদীস নং 4137)

عـن انس عن نبی اللّٰه ﷺ قالً مامن مسلمین التقیا فاخذ احدهما بید صـاحبـه الا کان حقا علی اللّٰه عز و جل ان یحضر دعاء هما و لا یفرق بین ایدیهما حتی یغفرلهما ﴿رواه احمد و ابو یعلی و المنذری﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত আনাস রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। নাবী আকরাম আলাইহিস স্বালাত ওয়াস সালাম ইরশাদ করেন, যে দুই মুসলমান এক অপরের সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং এক অপরের হাত ধরেন আল্লাহ্ তাআলার প্রতি তাদের হক থাকে যেন আল্লাহ্ তাআলা তাদের দোআ গ্রহণ করেন ও তাদের হাতগুলি পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয়কে ক্ষমা করেদেন।
(মুসনাদ আহ্মাদ ৩য় খন্ড পৃষ্টা নং 142, মুসনাদ আবু ইয়ালা হাদীস নং 4129, তারগীব ওয়াত তারহীব হাদীস নং 4130, কাশফুল আখতার পৃষ্টা নং 419)

عـن انس ان رسول اللّٰه ﷺ کان اذاصافح الرجل لم ینتزع یده من یده حتی یکون هو الذی ینزع یده و لا یصرف وجهه حتی یکون هو الذی

یصرف وجهه عن وجهه ﴿رواه الترمزی وابن ماجه فی باب اکرام الرجل﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত আনাস রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। নিশ্চয়ই নাবী করীম আলাইহিস স্বালাত ওয়াস সালাম যখন কোনো ব্যাক্তির সঙ্গে মুসাফা করতেন নিজের হাত মোবারাক টানতেন না যতক্ষন না সে ব্যাক্তি নিজের হাত টেনে নিতেন। আর নিজের চেহারা মোবারাক ফিরাতেন না যতক্ষন না সে ব্যাক্তি নিজের চেহারা নবী পাক আলাইহিস সালামের চেহারা মোবারাক হতে ফিরিয়ে নিতেন।
(তিরমিজী শারীফ, মিশকাত শারীফ দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্টা নং 520)

প্রিয় পাঠক বৃন্দ ! উপরের সংকলিত হাদীস শরীফ গুলি ও এই ধরনের অন্যান্য হাদীসগুলি দ্বারা তারা এক হাতে মুসাফার প্রমান এই ভাবে করে যে, উক্ত হাদীসগুলিতে (يَدٌ) শব্দটি ব্যবহার হয়েছে যার অর্থ হয় হাত। আর যেহেতু এটা এক বচন তাই এক হাত প্রমানিত।

প্রিয় মুসলিম সমাজ ! যদিও তারা উক্ত হাদীসগুলি থেকে এক হাতে মুসাফা প্রমান করে, কিন্তু ভালোভাবে হাদীসগুলির পর্যবেক্ষন করলে প্রমান হয় যে, এই হাদীসগুলিতে এক হাতে মুসাফার কোনোরকম প্রমান নেই। কারণ (يَدٌ) শব্দের অর্থ এক হাত করা হাদীস না বুঝা ও নিজের অজ্ঞতার প্রমান ছাড়া অন্য কিছু না।

কারণ, (১) হাদীস শরীফে (يَدٌ) হাত-এর ব্যবহার দ্বারা একহাত উদ্দেশ্য ও প্রমান করা সঠিক না। কারণ এমন দুইটা বস্তু যা এক অপরের সঙ্গে থাকে ও এক অপরের সঙ্গে সাদৃশ্যতা রাখে যেমন হাত, পা, চোখ, জুতা ও মুজা ইত্যাদি সে বস্তু গুলিতে এক বচন ব্যবহার করে উভয়কে বোঝান হয়। যা বহু হাদীস ও কোর-আনের আয়াত দ্বারা প্রমানিত। যেমন,

عن عبدالله بن عمر و عن النبی ﷺ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده ﴿ رواه البخاری و المسلم و الترمزی و غیرهم ﴾

অর্থাৎ :- হাযরাত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। নাবী পাক আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, (উত্তম) মুসলিম হল সেই ব্যক্তি যার হাত ও ভাষা হতে অন্য মুসলমানরা নিরাপদ থাকেন। (বোখারী শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্টা নং 6, তিরমিজী শারীফ,, মুসলিম শারীফ প্রথম খন্ড হাদীস নং 171 ইত্যাদি)

ব্যাখ্যা :- উক্ত হাদীস শরীফে (يَدٌ) শব্দটি একবচনে ব্যবহার হয়েছে। এখন যদি (يَدٌ) শব্দের অর্থ কেউ একহাত করে তাহলে, উক্ত হাদিস শারিফের অর্থ দাড়াবে, মুসলমান হল সেই ব্যাক্তি যার একহাত হতে অপর মুসলমানরা নিরাপদ থাকেন। আর এই অর্থ কোন জ্ঞানি ব্যাক্তির নিকট সঠিক হতে পারে না। কারণ, এই অর্থ দ্বারা প্রমান হবে তুমি একহাত দ্বারা অপর মুসলমানকে নিরাপদ রাখো দ্বিতীয় হাত দ্বারা কষ্ট দিলে কোনো অসুবিধা ও হাদীসের খেলাফ হবেনা। (নাউজুবিল্লাহ্ মিন জালিকা)

দ্বিতীয় হাদীস শারীফে নাবী পাক আলাইহিস সালাত ওয়াস সালাম ইরশাদ করেন,

اطیب الکسب عمل الرجل بیده ﴿ رواه فقیه الملة فی انوار الحدیث ﴾

অর্থাৎ :- সবথেকে ভালো উপার্জন হলো নিজের হাতে আমল করা (সম্পদ)।
(আনওয়ারুল হাদীস পৃষ্টা নং 305)

ব্যাখ্যা :- উক্ত হাদীস শারীফেও يَدٌ (হাত) একবচনে ব্যবহার হয়েছে। এখানে যদি يَدٌ -এর অর্থ একহাত করা হয় তাহলে, হাদীসটির অর্থ দাড়াবে "নিজের সুধু একহাত দ্বারা উপার্জন করা বস্তু

মানুষের জন্য সবথেকে ভালো" আর এই অর্থ ও ব্যাখ্যা কোনো জ্ঞানি মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

ইমাম বোখারী রাহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহ্ বোখারী শারিফে একটি অধ্যায় বেধেছেন,

باب کان النبی ﷺ تنام عینه ولاینام قلبه ﴿ رواه سعید بن میناء عن جابر عن النبی ﷺ ﴾

অর্থাৎ :- নাবী পাক আলাইহিস স্বালাত ওয়াস সালাম-এর চক্ষু ঘুমাতেন হৃদয় ঘুমাতেন না, উক্ত হাদীসটি হাযরাত সাঈদ বিন মিনায় হাযরাত জাবির হতে ও তিনি নবী পাক আলাইহিস সালাম হতে বর্ণনা করেছেন।
(বোখারী শারীফ প্রথম খন্ড পৃষ্টা নং 504)

ব্যাখ্যা :- উক্ত হাদীসে ও ইমাম বোখারী রাহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহের অধ্যায়ে عين শব্দটি একবচন ব্যবহার হয়েছে যার অর্থ হল চক্ষু। এবার যদি একবচন হওয়ার কারনে عين অর্থ একচক্ষু করা হয় তাহলে, হাদীস শরিফের অর্থ দাড়াবে, "নবী পাক আলাইহিস সালামের একচক্ষু ঘুমাতেন ও অপর না ঘুমানোর বর্ণনা" অর্থাৎ নবী পাক আলাইহিস সালামের একচক্ষু মোবারক ঘুমাতেন না দ্বিতীয় চক্ষু ঘুমাতেন। আর এ অর্থ অন্য ব্যক্তিদের কাছে তো দুরের কথা একহাত ওয়ালাদের মধ্যে কোনো সুস্থ মস্তিস্ক সম্পন্ন ব্যক্তির নিকটও সঠিক হতে পারেনা।

আল্লাহ্ তাআলা হাদীসে কুদসীতে নিজের ওলীগনের প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন,

فکنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یُبصر به ویده التی یَبطِشُ بها و رجله التی یمشی بها ﴿ رواه البخاری فی الصحیح ﴾

অর্থাৎ :- আমি হয়ে যাই তার সেই কান যে কান দ্বারা সে শ্রবন করে, তার সেই চোখ যা দ্বারা সে দেখে, তার সেই হাত যে হাত দ্বারা সে ধরে ও তার সেই পা যে পা দ্বারা সে চলাফিরা করে।
(বোখারী শারীফ দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্টা নং 963)

ব্যাখ্যা :- উক্ত হাদিসে কুদসিতে سمع (কান), بصر (চোখ), يَدٌ (হাত) ও رِجْل (পা) শব্দগুলি একবচনে ব্যবহার করা হয়েছে। একহাতে মুসাফাকারি ব্যক্তিদের দলীল "যেহেতু হাদীস শরীফে يَدٌ (হাত) একবচন ব্যবহার করা হয়েছে তাই সুধু একহাতে মুসাফা করতে হবে দুই হাতে মুসাফা করা হাদীসের খেলাফ" অনুপাতে যদি উল্লেখিত হাদীসটির তারজামা ও ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে হাদীসটির অর্থ দাড়াবে, আল্লাহ্‌র ওলীগন শুধু এক কানে সুনেন দ্বিতীয় কান দ্বারা সুনতে পান না, শুধু এক চোখে দেখেন দ্বিতীয় চোখ দ্বারা দেখতে পান না, শুধু এক হাত দ্বারা কাজ করেন দ্বিতীয় হাত দ্বারা ধরার ও কাজ করার ক্ষমতা রাখেন না এবং শুধু এক পায়ে চলেন দ্বিতীয় পা অক্ষম ।(নাউজুবিল্লাহ্ মিন জালিকা) আর এই অর্থ নিশ্চয়ই কোরান ও হাদীসের খেলাফ ও ওলীদের অপমান কারি। এই ধরনের ব্যাখ্যা ও অর্থ ইসলামে কোনোরকম স্থান পেতে পারেনা।

প্রিয় পাঠক উপরোক্ত আলোচনার আলোকে নিশ্চই আপনারা জ্ঞাত হয়েছেন যে, মুসাফা সংক্রান্ত হাদীসগুলিতে يَدٌ (হাত) এর অর্থ একহাত করা ও দুই হাতে মুসাফাকে অমান্য করা কুর-আন ও অন্যান্য হাদীসগুলির ব্যাখ্যা ও অর্থ অনুপাতে ভুল ও নিজের অজ্ঞতার প্রমান।

কারন নং (২) মুসাফা প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসগুলিতে ডান ও বাম-এর কোনো উল্লেখ নেই। সুতরাং যদি يَدٌ (হাত)-এর অর্থ শুধু এক হাত করা হয় তাহলে, তাদের ব্যাখ্যা ও অর্থ অনুযায়ী মানুষ ডান ও বাম হাতের মধ্যে যেকোনো একটি হাত মুসাফাতে ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু আপনি তাদের সঙ্গে শুধু বাম হাত দ্বারা মুসাফা করেন অথচ তারা কোনো দিনই এটা মানতে পারবেনা।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে ইসলামের সঠিক মত ও পথ অবলম্বন করে জীবন অতিবাহিত করার শক্তি প্রদান করুক। আমীন বে জাহে সাইয়্যেদিল মুরসালীন আলাইহিস স্বালাত ওয়াস সালাম।

تمت بالخير مورخه ١٠ شعبان بروز جمعه ٢٠١٥ء

مولایٰ صل و سلم دائما ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلهم
هو الحبیب الذی ترجیٰ شفاعته لکل هولٍ من الاهوال مقتحم
مولایٰ صل و سلم دائما ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلهم

☆ اَسْتَغْفِرُاللّٰهَ رَبِّ مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ وَ اَتُوْبُ اِلَیْهِ ☆

রেজ্‌বী শেফাখানা

পুরুষ ও মহিলাদের যৌন দুর্বলতা (রোগ) ৭দিনে সুফল পাওয়া যায়।

যে কোন জটিল রোগ অতি দ্রুত সেরে যায়। কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়া

একথা যুগ যুগান্ত থেকে প্রমাণিত যে এক বার ধৈর্য্য ধরে শাস্ত্রীয় হেকিমী ইউনানী ও আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসা করাতে পারলে- যে কোন জটিল ও পুরাতন রোগ সম্পূর্ণভাবে নিরাময় সম্ভব।

ইহা একটি সম্পূর্ণ অত্যাধুনিক সুপার স্পেশালিষ্ট আয়ুর্বেদিক ও হেকিমী চিকিৎসা কেন্দ্র। আমাদের এখানে সমস্ত প্রকার গোপন রোগ, হাঁপানী, বাত, যেমন যৌন অক্ষমতা, যৌন শিথিলতা, শিঘ্রপতন, যৌনাঙ্গের গঠন ত্রুটি, যৌন সংক্রামক রোগ, ধজভঙ্গ, সাদা শ্রাব, বন্ধ্যাত্ব, ঋতুবন্ধ বা অনিয়মিত ঋতু, বক্ষ হীনতা, নারী সৌন্দর্য্য স্তনের শিথিলতা, অকাল বার্ধক্য, চুল ওঠা, অকালে চুল পেকে যাওয়া, সমস্ত প্রকার হার্টের দুর্বলতা এবং সমস্ত প্রকার ক্যান্সার ও পাথরী, অতিরিক্ত রোগা বা মোটা হয়ে যাওয়া।

ইত্যাদি রোগের সু-চিকিৎসা সুনামের সহিত করিতেছেন

কলিকাতার বিখ্যাত ও বহু পরিচিত

আব্দুল হাফিজ দাওয়াখানার ট্রেনিং প্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। আয়ুর্বেদ ও ইউনানী চিকিৎসক।

হাকীম ডাঃ এ. হোসাইন রেজ্‌বী

R.U.M.P (Kol) Diploma in Ayurbadic (Kol) (গভঃ রেজিঃ) Regd No-54205

চেম্বার-উমরপুর ট্রাফিক মোড় (হাটের সন্নিকট হাজী ইসমাঈল সাহেবের বিল্ডিং-এ) রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

রোগী দেখিবার সময়-প্রতি ইংরাজী মাসের ২৮-২৯ তারিখ সকাল ১০টা সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।

ফোনে নাম লিখার জন্য যোগাযোগ করুন- 9734373658

রেজবী এ্যাকাডেমী

আমাদের এখানে সমস্ত প্রকার ইসলামী বই পুস্তক যেমন কোরান শরীফ, হাদীস শরীফ, তাফসীর এবং আহলে সুন্নাত অল জামাতের সমস্ত বই পুস্তক বিশেষ করে আলা হজরত ইমামে আহলে সুন্নাত ও ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের সমস্ত বই পুস্তকাদি বাংলা, আরবী, উর্দু, ফার্সি, ইংরাজী ভাষায় এবং সমস্ত প্রকার ইসলামী স্টিকার, পোস্টার, টুপি, তোসবী, আতর, সুরমা, জায়েনামাজ, উড়না,বোরকা, ঈদমিলাদুননবীর ফেস্টুন, ব্যানার, ব্যাচ, দর্শেনিজামিয়ার সমস্ত কিতাব ইত্যাদি কোলকাতার থেকে কম দরে পাইকারী ও খুচরো মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

পরিচালনায়

"রেজা মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট"

উমরপুর ট্রাফিক মোড় (হাটের সন্নিকট হাজী ইসমাঈল সাহেবের বিল্ডিং-এ) রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

হেল্পলাইন ঃ 9734373658/9153630121

রেজবী দারুল ইফ্‌তা

আপনার জীবনের বিভিন্ন সমস্যার, কোরান শরীফ, হাদীস শরীফ ও ফিকহে হানাফির আলোকে ভারতবর্ষের বিশ্বস্ত ও নির্ভর যোগ্য মুফতী গনের সাহায্যে সমাধান করা হয়।

পরিচালনায়

"রেজা মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট"

উমরপুর ট্রাফিক মোড় (হাটের সন্নিকট হাজী ইসমাঈল সাহেবের বিল্ডিং-এ) রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

হেল্পলাইন ঃ 9734373658/9153630121

রেজ্‌বী ট্র্যাভেলস্‌

এখানে অতি সহজে ও কম খরচে ইন্টার ন্যশনাল পাসপোর্ট (Appointment) হজ, উমরাহ, জিয়ারাতে মক্কা শরীফ, মদিনা শরীফ, বাগদাদ শরীফ, কারবালা মুয়াল্লা ও টুরিষ্ট ভিসার ব্যবস্থা করা হয়।

পরিচালনায়

"রেজা মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট"

উমরপুর ট্রাফিক মোড় (হাটের সন্নিকট হাজী ইসমাঈল সাহেবের বিল্ডিং-এ) রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

হেল্পলাইন ঃ 9734373658/9153630121

মাদ্রসা গওসীয়া রেজবীয়া রহমত বেহেশতীয়া

প্রতিষ্ঠাতা ঃ - হাজরাত আল্লামা মুফতী মোহাম্মাদ নূরুল আরেফিন রেজবী আযহারী সাহেব

সহযোগীতায় ঃ- "রেজা মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট"

(দক্ষিণ বঙ্গে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তথা মাসলাকে আলা হযরতের প্রচার ও প্রসার কেন্দ্র) কাপশিট, খন্ডোঘোষ, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

এই প্রতিষ্ঠান আপনার, অতএব সকল প্রকার দান, খায়রাত, যাকাত, ফিৎরা প্রভৃতি দ্বারা এর উন্নতি কল্পে সহযোগিতা করুন।

বিনীত

কাজী নূরুল হাসান রেজবী

সেক্রটারি অত্র মাদ্রাসা

খাস দোয়া

মহান আল্লাহ পাক স্বীয় হাবীব পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওসীলায়; মাদ্রাসার উন্নতি কল্পে যারা সহযোগিতা করছেন , তাদের সকলকে দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াব করুন। (আমীন)

"রেজা মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট"

(একটি পাবলিক চ্যারিটেবল ট্রাষ্ট)

খাঁপুর (রেজবী নগর), দঃ ২৪ পরগনা

প্রতিষ্ঠিত - জানুয়ারী, ২০১৩

হেল্পলাইন :- 9734373658

বিঃ দ্রঃ :- আপনারা দেশ, সমাজ, মানবজাতি, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের উন্নতি ও কল্যানের লক্ষ্য রেজা মেমোরিয়াল ট্রাষ্টের মেম্বার হন, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনদের মেম্বার হওয়ার জন্য উৎসাহিত করুন।

মুর্শিদাবাদ ব্রাঞ্চের বর্তমান ঠিকানা

উমরপুর ট্রাফিক মোড় (হাটের সন্নিকট হাজী ইসমাঈল সাহেবের বিল্ডিং-এ) রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

হেল্পলাইন ঃ 9734373658/9153630121

"মাদ্রাসা আল-জামিয়াতুস সুন্নীয়াতুল আশরাফিয়া"

(সুন্নী মিশন)

প্রতিষ্ঠাতা ঃ - আল্লামা মুফতী আমজাদ হুসাইন সিমনানী আশরাফী সাহেব

বারইডাঙা, পোস্ট - কালিকামোড়া, থানা - কুশমান্ডী, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর

এখানে বাগদাদী কাইদাহ হতে সানিয়া ক্লাস পর্যন্ত পড়াশুনা হয়, মাদ্রসায় আরবী, উরদু, ফারসী, বাংলা, ও ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা দান করা হয়। ৬ জন দক্ষ শিক্ষক সর্বদা বাচ্চাদের পড়াশুনা ও সুন্নাতী পদ্ধতিতে জীবন ধারণ করার তালিম দেওয়ার জন্য নিয়োগ রয়েছেন। এখানে ছাত্রদের নিকট হতে কোন টাকা পয়সা নেওয়া হয় না। আমাদের উদ্দেশ্য হল আপনার বাচ্চার সঠিক ইসলামিক জ্ঞান অর্জন করানো সুন্নী জান্নাতী সমাজ তৈরী করা। এই মহান উদ্দেশ্য সফল করার জন্য আপনার দান ও সহযোগিতা একান্ত ভাবে কাম্য।

বিনীত

অত্র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক

9733404902

"দক্ষিণ দিনাজপুর আঞ্জুমানে আহলে সুন্নাত"

আমিনপুর, থানা - কুশমান্ডী, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিম বঙ্গ

আঞ্জুমানের কর্যাবলি :-

১. ইসলামিক লাইব্রেরী -- এখানে অনেকগুলি ইসলামিক বই ও পুস্তক রয়েছে যা নাম লিখিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

২. দারুল ইফতা -- এখানে ইসলামিক সমস্যার সমাধান করা হয়।

৩. জাশনে ঈদে মিলাদুন-নাবী -- আঞ্জুমানের পরিচালনায় গোটা জেলায় জুলুস ও ফাতিহার আয়োজন করা হয়।

৪. ইসলামের জটিল সমস্যা এর সমাধানের জন্য বাৎসরিক একটি সম্মেলন ও প্রশ্ন উত্তর সভা করা হয়।

৫. গরিব ও মিস্কিনদের সাহায্য করা হয়।

৬. রমজান মাসে ফ্রি ইফতারের বাবস্থা করা হয়।

৭. বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য কুরআন শরীফ ও মসলা মাসাঈল শিক্ষা এবং নামাযের তালিম দেওয়া হয়।

৮. ইমাম, মুয়াজ্জিন ও মাদ্রাসার শিক্ষক-এর সু-বাবস্থা করা হয়।

আঞ্জুমানের উদ্দেশ্যবলি :-

১. যে কোন ইসলামিক কাজে সহযোগিতা করা।

২. ইসলামি পত্রিকা প্রকাশনার প্রস্তুতি।

৩. প্রতিটি গ্রামে "ইসলামের পথে" নামক একটি সভা করে নামায, রোজা, হজ্ব ও যাকাতের সঠিক শিক্ষা দান করা।

৪. সুন্নী জান্নাতী আকাঈদ এর প্রচার ও প্রশার করা ইত্যাদি।

আমাদের উক্ত উদ্দেশ্যগুলি পূর্ণ মাত্রায় সফল করার জন্য আপনাদের সাহায্য ও সহানুভূতি একান্ত ভাবে কাম্য।

-: প্রাপ্তিস্থান :-

১. মুসলিম বুকডিপু -- কালিয়াচক, মালদা
২. সাঈদ বুকডিপু -- কালিয়াচক, মালদা
৩. আশরাফী বুকডিপু -- বুনিয়াদপুর, দঃ দিনাজপুর, 9734640662
৪. সুন্নি মিশন -- কুশমুন্ডি, দঃ দিনাজপুর, 8972613914
৫. কালীমিয়া বুকডিপু -- কালিয়াচক, মালদা
৬. ইসলামিয়া লাইব্রেরী -- কালিয়াচক, মালদা
৭. চিন্তীয়া লাইব্রেরী -- নামুনদাইপুর, লালগোলা
৮. G K প্রকাশনী, গওসিয়া লাইব্রেরী -- কোলকাতা
৯. মল্লিক ব্রাদার্স -- কলেজ স্ট্রীট মোড়, কোলকাতা
১০. মুফতী বুক হাউস -- রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
১১. হাজী বুক হাউস -- গাড়িঘাট রোড, রঘুনাথগঞ্জ
১২. ফিকরে রেজা একাডেমী -- কাপসিট মাদ্রাসা, বেড়ুগ্রাম, বর্দ্ধমান
১৩. ইসলামিয়া লাইব্রেরী -- মদনমহন বর্মন স্ট্রীট, কলকাতা
১৪. রেজা একাডেমী -- কলুটোলা, কলকাতা
১৫. ইউনিভার্সাল বুক -- কলেজ স্কয়ার, কলকাতা
১৬. দারুল ইশাআত -- কলুটোলা, কলকাতা
১৭. মুসলিম লাইব্রেরী -- রবীন্দ্র সরণী, (নাখোদা মসজিদের পিছনে), কলকাতা
১৮. রেজবী বুক ডিপু -- ষ্টেশান রোড, ভগোবানগলা, মুর্শিদাবাদ

রেজবী একাডেমীর প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

১. খাতিমুল মোহাক্কীকিন
২. হজরত আমীরে মোয়াবিয়া
৩. জানে ঈমান
৪. তামহীদে ঈমান
৫. ঈদ মিলাদুন্নাবী
৬. সাওতুল হক্ব
৭. তবলীগী জামায়াত মুখোশের অন্তরালে
৮. ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ব্রিটীশ গোয়েন্দা হামফ্রের ডায়রী
৯. সিহা সিত্তা ও আক্বায়িদে আহলে সুন্নাত- ১ম ও ২য় খন্ড।
১০. ইসলামী বুনিয়াদ পরিচিতী
১১. মাতা পিতার হক্ব
১২. সাহাবাএ কেরাম ও আক্বায়িদে আহলে সুন্নাত
১৩. তাযীমী সেজদাহ
১৪. আল্লাহর রহমত আউলিয়ায়ে কেরাম গনের ওসিলায়
১৫. তাযিমী সাজদা
১৬. হুসামূল হারামাঈন
১৭. রুজি বৃদ্ধির আমল
১৮. শামে শাবিসতানে রেজা
১৯. আদ্দৌলাতুল মাক্কিয়া
২০. নিদানকালের আশির্বাদ
২১. তিন তালাকের অকাট্ট বিধান
২২. জাগ্রত অবস্থায় জিয়ারাতে মুস্তাফা
২৩. দোয়া কি ভাবে কবুল হয়
২৪. বিদআতের বিরূদ্ধে ১০০ ফাতাওয়া

-: লেখকের অন্যান্য পুস্তক সমূহ :-

১. নাবী মুস্তাফা আলাইহিস সালাত ওয়াস সলাম-এর জ্ঞান ভান্ডার
২. ফরজ নামাজের পর দোআ ও হাত তুলে প্রার্থনার প্রমাণ,
৩. আকাঈদে আহ্লে সুন্নাত-এর সত্যতা,
৪. তোহফায়ে রামজান,
৫. ঈসালে সাওয়াব-এর অকাট্য প্রমাণ,
৬. মাযহাবে হানাফী মাযহাব সিহাহে সিত্তার আলোকে,
৭. তাহকীক ও তাখরীজ - প্রশ্ন উত্তরে আক্বাঈদ ও মাসাঈল শিক্ষা

সমাপ্ত